Jupiter
Mercury
Uranus
Venus
Sun
Earth
Saturn
Mars
Neptune
বৈদিক বিজ্ঞান
১ম খণ্ড
জ্যোতি প্রামানিক

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বৈদিক বিজ্ঞান

১ম খণ্ড

রচনা

জ্যোতি প্রামানিক

সম্পাদনা

দীপংকর সিংহ দীপ

স্বাধ্যায় প্রকাশনী , বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বৈদিক বিজ্ঞান

জ্যোতি প্রামানিক, দীপংকর সিংহ দীপ

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

© স্বাধ্যায় প্রকাশনী , বাংলাদেশ অগ্নিবীর

- ফেসবুক গ্রুপ https://www.facebook.com/groups/agniveerbangladesh
- ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/BangladeshAgniveerOfficial
- বিকল্প ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/bdagniveer.express
- ইউটিউব চ্যানেল https://m.youtube.com/c/BangladeshAgniveerOfficial
- টুইটার একাউন্ট www.twitter.com/bdagniveer
- ইন্সট্রাগ্রাম একাউন্ট https://instagram.com/bangladeshagniveer
- ওয়েবসাইট https://www.agniveerbangla.org
- ব্লগ http://back2thevedas.blogspot.com
- আর্য পরম্পরা ব্লগ https://arsa-parampara.blogspot.com
- টেলিগ্রাম https://t.me/agniveerbd
- টেলিগ্রাম গ্রুপ https://t.me/+l1zndqvyu2JiMThl
- ই-মেইল bangladeshagniveer@gmail.com

প্রাক্‌কথন

বেদ হলো সকল জ্ঞান ও বিদ্যার উৎস। এজন্য ঋষি মনু বলেছেন– **'সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ' (মনু০ ২।৭)** অর্থাৎ বেদ সর্বজ্ঞানময়। কিন্তু মধ্যযুগের সায়ণ, উব্বটাদি বেদভাষ্যকারগণ তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধতার জন্য বেদের যাজ্ঞিক অর্থ ব্যতীত অন্যাদি অর্থ করতে প্রায়শই অসমর্থ ছিলেন। সায়ণাচার্য ক্ষেত্র বিশেষে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থ করলেও তা সম্পূর্ণ বৈদিক বাঙ্ময়ে অত্যন্ত নগণ্য। তার উপর সায়ণাচার্যের ভাষ্যও অরূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগের অন্ধানুকরণ এবং উদ্ভট ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ, যার অধিকাংশই কিনা ভিত্তিহীন ও মূল বেদার্থ বিরুদ্ধ।

সায়ণাদি মধ্যযুগের বিদ্বানদের এই একপাক্ষিক বেদার্থের ফলে বর্তমান জনমানসে এমন একটি সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের কাছে বেদ শুধুই যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ডের পুস্তক। কিন্তু আমরা যদি আমাদের প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থসমূহে অধ্যয়ন করি তবে সেখানে বেদে সর্বপ্রকার বিদ্যা নিহিত থাকার বিষয়ে মান্যতা স্পষ্টত দেখতে পারবো। যেমন–

১. বেদে ব্রহ্মজ্ঞান–

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো য়ত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।
(মনুস্মৃতি ১২।১০২)

বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতা বিদ্বান যে কোন আশ্রমের মধ্যে অবস্থান করে এই বর্তমান জন্মের মধ্যেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অধিকাধিক সমর্থ হন।

২. বেদে বর্ণ, আশ্রম, লোক, কাল প্রভৃতির জ্ঞান–

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ সর্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি।।

(মনুস্মৃতি ১২।৯৭)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণ এবং এদের ব্যবস্থা, পৃথিবী, আকাশ এবং দ্যুলোক অর্থাৎ সমস্ত ভূমণ্ডল, গ্রহাদি, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের পৃথক পৃথক বিধান এবং ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান এবং কালের বিদ্যা– এই সব বেদ দ্বারা প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত এবং জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ এই সব ব্যবস্থা এবং বিদ্যার জ্ঞান বেদ দ্বারাই হয়।

৩. বেদে পঞ্চভূত আদি সূক্ষ্ম শক্তির জ্ঞান–

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।

বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতিগুণকর্মতঃ।।

(মনুস্মৃতি ১২।৯৮)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পঞ্চম গন্ধ, এদের উৎপত্তি, গুণ এবং কর্মের জ্ঞানরূপ বেদ দ্বারা প্রসিদ্ধ তথা বিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ এই তত্ত্বশক্তিসমূহের উৎপত্তি জ্ঞান, এদের গুণের জ্ঞান, এদের উপযোগিতার জ্ঞান এবং উৎপন্ন সমস্ত জড় চেতন সংসারের জ্ঞান বিজ্ঞান বেদ দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

৪. বেদে সর্বপ্রাণীর সুখ প্রাপ্তির জ্ঞান–

বিভর্তি সর্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।

তস্মাদেতৎ পরং মন্যে য়জ্জন্তোরস্য সাধনম্।।

(মনুস্মৃতি ১২।৯৯)

এই যে সনাতন বেদশাস্ত্র রয়েছে, তা সর্ব বিদ্যার দান দ্বারা সম্পূর্ণ প্রাণীদের ধারণ এবং সর্ব সুখ প্রাপ্ত করায়। এই কারণে [মনু আদি] আমরা সবাই তাকে উত্তমরূপে

মান্য করি এবং এভাবে মান্য করাই উচিত। কেননা এটিই সকল জীবের সুখের সাধন।

৫. বেদে দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা ও আত্মবিদ্যার জ্ঞান–

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাৎ দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্ ।

আন্বীক্ষিকীং চ আত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ।।

(মনুস্মৃতি ৭।৪৩)

একজন ব্যক্তি তখনই রাজা ও রাজসভার সভাসদ হতে পারবেন, যখন তিনি চতুর্বেদে বর্ণিত কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরূপ বিদ্যার জ্ঞাতা অর্থাৎ, বেদজ্ঞ বিদ্বানের নিকট ত্রয়ীবিদ্যা, সনাতন দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা, আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাবকে যথার্থরূপে জেনে ব্রহ্মবিদ্যা এবং মানুষের সাথে বার্তারম্ভ (প্রশ্নোত্তর করা) শিখতে পারবেন।

৬. বেদে রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান–

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বং এব চ ।

সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি।।

(মনুস্মৃতি ১২।১০০)

সকল সেনা ও সেনাপতির উপর আধিপত্য, রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধি সংক্রান্ত সকল কার্যের আধিপত্য এবং সর্বোপরি বর্তমান সর্বাধীশ রাজ্যাধিকার— এই চতুর্বিধ অধিকারে বেদশাস্ত্রজ্ঞ, পূর্ণবিদ্যাযুক্ত, ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল ব্যক্তিদিগের নিযুক্ত করা কর্তব্য।

৭. বেদে ধর্ম, অভ্যুত্থান, নিঃশ্রেয়স ও পদার্থ জ্ঞান–

অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। য়তোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্। ধর্মবিশেষ প্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্মসামান্য বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।

(বৈশেষিক দর্শন ১।১।১–৪)

এখন এই কারণে ধর্ম ব্যাখ্যা করবো। যার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, সেটি ধর্ম। তার বচন দ্বারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত। ধর্ম বিশেষ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় নামক পদার্থসমূহের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের সাথে অথবা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়সের প্রাপ্তি হয়।

৮. বেদে পদার্থবিদ্যার প্রামাণ্য জ্ঞান–

বেদলিঙ্গাচ্চ। বৈদিকং চ।

(বৈশেষিক দর্শন ৪।২।১১, ৫।২।১০)

[পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান সম্পর্কে] বেদে প্রমাণ রয়েছে এবং তা বেদোক্ত।

৯। বেদে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান–

মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।

(ন্যায় দর্শন ২।১।৬৭)

মন্ত্র ও মন্ত্রোক্ত আয়ুর্বেদ প্রামাণ্য, তা শব্দের প্রামাণ্য আপ্ত প্রমাণ হওয়ায়।

উপরের সন্দর্ভগুলো হতে দেখা যায়, এভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রই বেদের সর্বজ্ঞানময় প্রকাশকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, নীতি, নৈতিকতা, আচরণ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ণ আদি ভৌত বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, শিল্প, রাজনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমরশাস্ত্র, নাট্য-সংগীত কলা, কর্ম, জ্ঞান, উপাসনা বিবিধ বিষয়ের প্রতিপাদন বেদে করা হয়েছে।

এক মন্ত্রের একাধিক অর্থ কিভাবে সম্ভব ?

পূর্বের অনুচ্ছেদে আমরা দেখলাম, বেদমন্ত্র হলো সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের আকর। বেদের মাধ্যমেই সকল বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১০।১১।৩) বলা হয়েছে- **"অনন্তা বৈ বেদাঃ"** অর্থাৎ বেদজ্ঞান হলো অনন্ত। কিন্তু প্রশ্ন আসে, চতুর্বেদে সর্বমোট মাত্র ২০৩৭৯টি মন্ত্র রয়েছে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্রের মাধ্যমে অনন্ত জ্ঞান প্রদান করা কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর হলো, একই মন্ত্রের একাধিক অর্থের মাধ্যমে অনন্ত বেদজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব।

বেদে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই সার্থক এবং প্রতিটি শব্দের ভেতরেই জ্ঞানরাশি লুকিয়ে থাকে। বেদাঙ্গাদির জ্ঞানের সাহায্যে বেদের এই রহস্যময় অনন্তজ্ঞান উন্মোচিত করতে হয়। আমাদের বেদ অনুবাদে এজন্য নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি বেদাঙ্গ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়ে আর্ষ পদ্ধতিতে প্রত্যেক বেদ মন্ত্রের জ্ঞান যথাসম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য অধিকাংশ মন্ত্রে প্রয়োজন বোধে একাধিক পক্ষ যোগ করা হয়েছে। এই সমস্ত জ্ঞানময় শব্দের অর্থকে আমরা মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। সেই অনুসারে বেদের প্রধানত ত্রিবিধ প্রকার ভাষ্য দৃষ্ট হয়। এই ত্রিবিধ ভাষ্যের বিষয়ে শাস্ত্রে **(মনু০ ৬।৮৩)** বলা হয়েছে-

অধিয়জ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকং এব চ।

আধ্যাত্মিকং চ সততং বেদান্তাভিহিতং চ য়ৎ।।

এই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকের আবার ৫টি অধিকরণ রয়েছে-

অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্।

(তৈ০ উপ০ ১।৩।১)

অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ অর্থের পাশাপাশি অধিলোক, অধিজ্যোতিষ বা অধিবিদ্যা আদি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চ অধিকরণ ত্রিবিধ ভাষ্যেরই অন্তর্গত বিস্তৃত রূপ।

সার্বিকভাবে আমরা যদি সহজে একটি মন্ত্রের কোন শব্দ বা পদের কি কি অর্থ ত্রিবিধভাবে মুখ্যত হতে পারে তা দেখে নেই–

পক্ষ/ শব্দ	আধিভৌতিক	আধিদৈবিক	আধ্যাত্মিক
ইন্দ্র	ঐশ্বর্যবান রাজা, বিদ্বান ইত্যাদি	সূর্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	ঐশ্বর্যবান পরমেশ্বর, জীবাত্মা
বিষ্ণু	যজ্ঞ	সূর্য	সর্বব্যাপক পরমেশ্বর
অগ্নি	তেজস্বী রাজা, জ্ঞানপ্রকাশযুক্ত বিদ্বান ইত্যাদি	ভৌতিক অগ্নি, শিল্পাগ্নি, সূর্যাগ্নি, বিদ্যুৎরূপ অগ্নি ইত্যাদি	অগ্রণী, অগ্রনায়ক, জ্ঞানস্বরূপ, তমোগুণ বা প্রবৃত্তি বিনাশক পরমেশ্বর

প্রস্তুত গ্রন্থে বৈদিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচ্য মন্ত্রসমূহ আর্যসমাজের মূর্ধণ্য বিদ্বানদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠকগণ মূল ভাষ্য ও অগ্নিবীরের অনুবাদে সূক্ষ্ম তাৎপর্য বিশ্লেষণ দেখতে পারবেন।

নিবেদক –

জ্যোতি প্রামানিক, দীপংকর সিংহ দীপ

সূর্যের আলোয় চন্দ্র প্রকাশিত হয়

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।

ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥

সামবেদ ১৪৭

সরলার্থঃ বিচ্ছেদক, প্রকাশরূপ কিরণ দ্বারা শীঘ্র ব্যাপ্তকারী, দেদীপ্যমান সূর্যের সুষুম্না নামক রশ্মির এই চন্দ্রমণ্ডলে প্রচ্ছন্ন রূপে অবস্থানকে বিদ্বান মানব সত্য রূপে জানেন। অর্থাৎ চাঁদ সূর্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, এই রহস্যকে বিদ্বান মানব উত্তম প্রকারে জানেন ।

নিরুক্ত ২।৬ -তে বলা হয়েছে, আদিত্য বা সূর্যের একটি রশ্মি চাঁদে দীপ্ত হয় বা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সূর্যের দ্বারা চাঁদ প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে বেদ বলেছে, "সুষুম্না নামক সূর্য রশ্মিকে চাঁদ ধারণ করে গন্ধর্ব হয়" (য়জু০ ১৮।৪০)। "অত্রাহ গোরমন্বত" (ঋক০ ১।৮৪।১৫) প্রভৃতি মন্ত্রে 'গোঃ' পদ সেই প্রকাশকৃত সুষুম্না নামক সূর্যরশ্মির জন্যই এসেছে ।

ন কিষ্টং কর্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।

ইন্দ্রং ন য়জ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভস্বমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥

সামবেদ ২৪৩

সরলার্থঃ যে মানব মহৎ কর্ম করে, সে না তো বীরত্বপূর্ণ কর্মে আর না পরোপকারাদি যজ্ঞে সেই প্রসিদ্ধ, সদা বৃদ্ধিকারী, সবার দ্বারা স্তুতিকৃত, অত্যন্ত বৃহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সূর্য কিরণকে চন্দ্রাদিলোকে প্রেরণকারী, অপরাজেয় এবং নিজের বল দ্বারা কামাদি শত্রুকে পরাস্তকারী পরমেশ্বরের সমতুল্য হতে পারে ।

পরমেশ্বর কর্তৃক সূর্য দ্বারা ভূমি এবং জলকে গতি প্রদান

য়দিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরপো বৃষন্তমঃ।

তত্র পূষাভুবৎ সচা ॥

সামবেদ ১৪৮

সরলার্থঃ অতিশয় বলবান অথবা বৃষ্টি প্রদানকারী পরমেশ্বর যখন গতিশীল পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহরূপ ভূমিকে নিজ নিজ কক্ষে সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণন করান এবং জলকে বাষ্পে পরিণত করে বৃষ্টির মাধ্যমে নিচে প্রেরণ করেন, তখন সেই কাজে পুষ্টিপ্রদানকারী সূর্য সহায়ক হয় ।

সূর্য তাপে জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ তৈরি ও বৃষ্টিপাত

ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরম্।

এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ ॥

সামবেদ ১৮৭

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! তোমার দ্বারা রচিত এই বিভিন্ন রঙের মেঘপুঞ্জ সূর্যের তাপ দ্বারা বাষ্পীভূত হয়ে জলকে বর্ষণ করে এবং এই ভূমিকে বৃষ্টিজলের পান করায় ।

অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্।

অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥

সামবেদ ২৭

সরলার্থঃ প্রকাশক সূর্যরূপ অগ্নি ত্রিলোকের শিরঃ তুল্য, দ্যুলোকরূপী ষাঁড়ের কুঁজ তুল্য এবং পৃথিবীর পালক। এই সূর্য অন্তরিক্ষের জলকে ভূমিতে প্রেরণ করে থাকেন, বর্ষণ করে থাকেন ।

যেমন সূর্য সৌরলোকের মূর্ধাতুল্য, দ্যুলোকের কুঁজ তুল্য এবং ভূমির পালনকর্তা হয়ে থাকে; তেমনি আমাদের দ্বারা উপাসনাকৃত এই পরমেশ্বর হচ্ছেন সকল ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি, উজ্জ্বল নানা নক্ষত্রের আধার, দ্যুলোকের অধিপতি এবং বিবিধ পর্বত,

নদী, নদ, সাগর, সরোবর, লতা, বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প প্রভৃতির শোভাযুক্ত ভূমণ্ডলের পালক। তিনি সূর্যের মতো আকাশে স্থিত মেঘজলকে ভূমিতে বর্ষণ করান। তাই তিনি সকলের ধন্যবাদের যোগ্য ।

সূর্যের আলোতেই অপর বস্তু প্রকাশিত হয় ও আমরা তা দেখতে পাই

দূরাদিহেব য়ৎসতোঽরুণপ্সুরশিশ্বিতৎ।

বি ভানুং বিশ্বথাতনৎ ॥

সামবেদ ২১৯

সরলার্থঃ দীপ্তিমান সূর্যরূপী যখন মহাকাশে স্থিত দূরবর্তী স্থান থেকে মঙ্গল, বুধ, চন্দ্রমা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহকে নিজ জ্যোতি দ্বারা নিকটে উপস্থিত প্রতীয়মান করে দীপ্তিমান দেখায়; তখন নিজের প্রকাশক কিরণকে অনেক প্রকারে বিস্তীর্ণ করে ।

উজ্জ্বল সূর্যের নিজের আলোরূপ প্রকাশ যখন মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহে পতিত হয়; তখন সেই আলোয় সেগুলো প্রকাশিত হয়ে যায় এবং সেই প্রকাশ আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়ে সেই দূরবর্তী পদার্থকেও নিকটবর্তী পদার্থের ন্যায় দৃশ্যমান করে।

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য়ম্ ॥

সামবেদ ৩১

সরলার্থঃ উৎপন্ন পদার্থকে প্রকাশকারী, প্রকাশমান, প্রকাশক, দিন-রাত প্রভৃতির প্রদাতা তথা দ্যুলোকে অবস্থিত সেই প্রসিদ্ধ সূর্য-রূপ অগ্নির কিরণ সকল প্রাণীর

দর্শনের জন্য পৃথিবী প্রভৃতি লোকে পৌঁছায় অর্থাৎ সূর্য দ্যুলোকে অবস্থিত হয়েও কিরণ দ্বারা সব লোকে পৌঁছে যায় ।

ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে।

প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥

সামবেদ ৬৩২

সরলার্থঃ এই সূর্য মাসের ত্রিশ দিবা-রাত্রিতে বিশেষরূপে ভাস্বর হয়। সেই অক্ষ পরিভ্রমণকারী সূর্যের জন্য অর্থাৎ তাঁর গুণ-কর্ম-স্বরূপ বর্ণনা করার জন্য বাণী প্রযুক্ত করা হয়। এই সূর্য প্রতিদিনই স্বীয় কিরণ বা তেজ দ্বারা সবাইকে প্রকাশিত করে ।

অপ ত্যে তায়বো য়থা নক্ষত্রা য়ন্ত্যক্তুভিঃ।

সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥

সামবেদ ৬৩৩

সরলার্থঃ যেভাবে সর্বপ্রকাশক সূর্যের জন্য, অর্থাৎ যেন ভয়ে ভীত হয়ে সূর্যকে স্থান দেয়ার জন্য রাত্রির সাথে তারকারাজি অদৃশ্য হয়ে যায়, সেভাবে অন্যের ঘরে সিধ খননকারী চোর সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই কোথাও আত্মগোপন করে ।

অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাং অনু।

ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো য়থা ॥

সামবেদ ৬৩৪

সরলার্থঃ এই সূর্যের প্রজ্ঞাপক কিরণ প্রাপ্ত হয়ে উৎপন্ন পদার্থ সমূহ অথবা সূর্যের ন্যায় হৃদয়াকাশে ভাস্বর পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক দিব্য জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে তাঁর উপাসক মানবজাতি—চমকিত অগ্নির ন্যায় দৃশ্যমান হয়ে শোভা পায়।

সূর্যের কিরণ যখন স্বচ্ছ সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাঁচ ইত্যাদিতে পড়ে, তখন সেগুলোতে উজ্জ্বল সেই সূর্যকিরণ জ্বলন্ত অগ্নির মতো বলে মনে হয়। সেই প্রকারে মনোভূমিতে পড়ন্ত পরমেশ্বরের দিব্য জ্যোতিকেও যোগীগণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় জেনে অনুভব করেন ।

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য়।

বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥

সামবেদ ৬৩৫

সরলার্থঃ সূর্য বহু রোগ হতে রক্ষা করে। নিজ জ্যোতি দ্বারা সকল পদার্থকে দর্শনযোগ্য করে। পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহে জ্যোতি প্রদান করে এবং সকল প্রদীপ্ত—মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ কে আলোকিত করে ।

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।

প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥

সামবেদ ৬৩৬

সরলার্থঃ সূর্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশরূপী দেব তথা দাতাদের, প্রজাদের অর্থাৎ মাটি, পাথর, পর্বত, নদী, বৃক্ষ, বনস্পতি ইত্যাদির অভিমুখী হয়ে এবং মানবজাতির অভিমুখী হয়ে উদিত হয় এবং সমস্ত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ ও চন্দ্রাদি উপগ্রহের অভিমুখী হয়ে আমাদেরকে সবকিছু দেখার জন্য জ্যোতি প্রদান করে ।
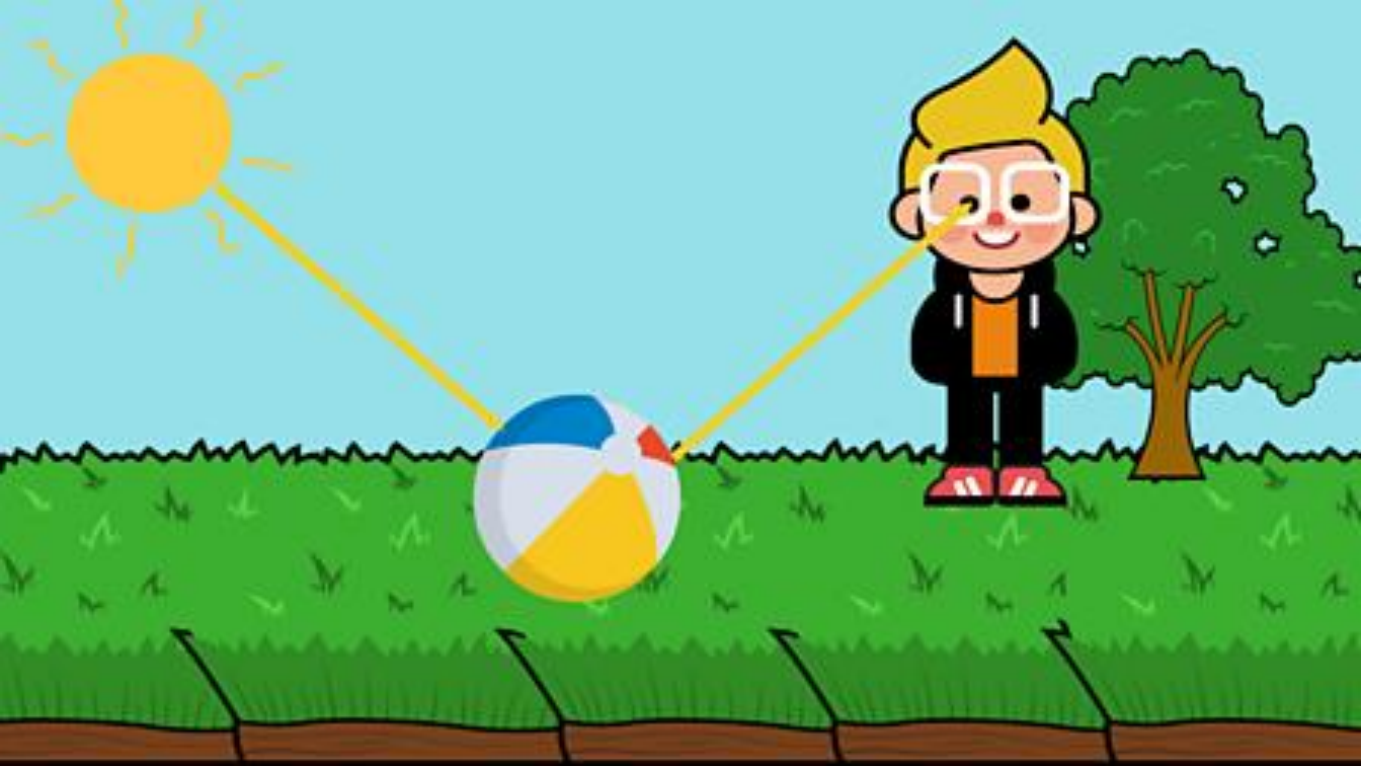
বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন – ব্যবহার

ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে।

অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥

সামবেদ ১৮

[আধিদৈবিক] বিদ্যুতের প্রয়োগের বিষয়ে বলা হচ্ছে -

সরলার্থঃ আমি যেমন সূর্যকে অর্থাৎ সূর্যের তাপকে যন্ত্র প্রভৃতিতে প্রযুক্ত করি এবং যেমন রন্ধনাদি কর্মের সেবনকারী পার্থিব অগ্নিকে যন্ত্র প্রভৃতিতে প্রযুক্ত করি, তেমনি প্রদীপ্ত, অন্তরিক্ষ নিবাসী বিদ্যুৎ অগ্নিকে প্রকাশের জন্য তথা যানবাহনাদিতে প্রযুক্ত করার জন্য নিজের সম্মুখে নিয়ে এসেছি ।

[আধিভৌতিক] পৃথিবীর অভ্যন্তরের খনিজ পদার্থ অন্বেষণ ও ব্যবহারের প্রেরণা দেয়া হচ্ছে -

সরলার্থঃ পৃথিবীতে বিদ্যমান ঔর্ব গন্ধকাদি খনিজ ভূমিজাত পদার্থ থেকে রাসায়নিক বিদ্বানগণ যেভাবে অগ্নি উৎপন্ন করেন তথা সংঘর্ষণ কর্মকারী অর্থাৎ মন্থনকারীর ন্যায় অথবা উভয় প্রশস্ত বাহুবিশিষ্ট শিল্পীগণ যেভাবে অগ্নিকে প্রকাশিত করেন, সেভাবে আমি আধ্যাত্মিক প্রকাশযুক্ত মেধাবী উপাসক হয়ে অন্তরিক্ষ, আকাশ, মহাকাশ, হৃদয়াকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে প্রদীপ্ত করি অর্থাৎ লাভ করি ।

মেঘের গর্জন , কম্পন ও বৃষ্টিপাত

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা য়জ্ঞেষ্বত্নত।

বাশ্রা অভিজ্ঞু য়াতবে ॥

সামবেদ ২২১

সরলার্থঃ সূর্যতাপের সন্তানরূপ দ্রুত বহমান বায়ু বৃষ্টি যজ্ঞে যখন বিদ্যুতের গর্জনকে তথা মেঘজলকে বিস্তীর্ণ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ গর্জন করায় ও মেঘরূপ সূক্ষ্ম জলকণাকে কম্পিত করে, তখন রিমঝিম করে বর্ষাজল পৃথিবীর দিকে ধাবিত হওয়া আরম্ভ করে দেয় অর্থাৎ বর্ষা হতে শুরু করে ।

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।

পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্পরি স্তোতার আসতে ॥

সামবেদ ২৬১

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! মেঘস্থ জল যেভাবে অন্তরিক্ষ ত্যাগ করে, সাংসারিক বিষয়াদিকে ত্যাগ করে উপাসনা রস প্রস্তুত করে আমরা সেভাবে তোমার স্তুতি করি। কেননা, হে পাপপ্রবৃত্তি বিনাশক পরমেশ্বর ! তোমার স্তোতাগণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক আনন্দের প্রবাহে ভাসমান থাকে অর্থাৎ স্থিতি লাভ করে ।

বিদ্যুতের বৈশিষ্ট্য ও বার্তা প্রেরণ কাজে ব্যবহার

ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎপদ্বতীভ্যঃ।

হিত্বা শিরো জিহ্বয়া রারপচ্চরৎত্রিংশৎপদা ন্যক্রমীৎ ॥

সামবেদ ২৮১

সরলার্থঃ হে রাজপ্রজাজন ! দেখো, পাবিহীন হয়েও এই বিদ্যুৎ পাযুক্ত মানব, পশু ইত্যাদি প্রজাদের থেকে তীব্রগামী হয়ে আমাদের উপযোগের জন্য আমাদের প্রাপ্ত হয়। এই বিদ্যুৎ শির বিনাও সংবাদবাহক বিদ্যুৎ-তারয়ন্ত্র দ্বারা বার বার সংবাদ প্রেরকের সংবাদ বলে তারের মধ্যে বিচরণ করে। বিদ্যুৎ মাসের ত্রিশ দিনকে ব্যাপ্ত করে প্রকাশ প্রদান, সংবাদবহন, যন্ত্রচালন ইত্যাদি কার্যে ভূমিকা রাখে অর্থাৎ এই কার্যসমূহকে সম্পাদন করে ।
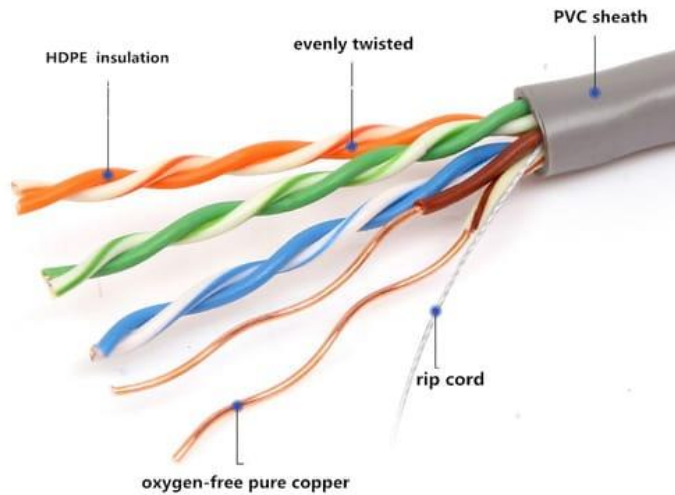
বিদ্যুতের ব্যবহারের অনুপ্রেরণা

কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে।

দেবমমীবচাতনম্ ॥

সামবেদ ৩২

সরলার্থঃ হে মানুষ ! তুমি শিল্পযজ্ঞে গতিশীল, সত্য গুণ-কর্ম-স্বভাববান, প্রকাশমান, প্রকাশক এবং ব্যবহার-সাধক, জ্বরাদি রোগের বিনাশকারী, অগ্নি, বিদ্যুৎ এবং সূর্যের গুণ বর্ণনা করো ।

গৌর্ধয়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাম্।

যুক্তা বহ্নী রথানাম্ ॥

সামবেদ ১৪৯

সরলার্থঃ সাধনাকারী মানবকে ধন প্রদানের ইচ্ছা পোষণকারী, নির্মাণকর্তা, অন্তরিক্ষে উপস্থিত বিদ্যুৎ মেঘের জল পান করে এবং শিল্পকর্মে প্রযুক্ত হয়ে তা কলাযন্ত্র, স্থল পরিবহন, জলযান, বিমান ইত্যাদির চালনাকারী হয় ।

ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতং সহোবানং তরুতারং রথানাম্।

অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥

সামবেদ ৩৩২

সরলার্থঃ আমরা সেই অতিশয় বেগবান, শিল্প বিদ্যাবেত্তা কুশল শিল্পীদের দ্বারা যান প্রভৃতিতে প্রেরিত, অতিশয় বলযুক্ত, সমুদ্র, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষে বিচরণশীল বায়ুযান বা বিদ্যুৎ যানসমূহের চালানো বা ওড়ানোর সাধনভূত, অক্ষত যান ও যন্ত্রকলাচক্রযুক্ত সংগ্রামকারী সেনাদের দেশান্তরে পৌঁছানোর নিমিত্তভূত অথবা সংগ্রামে জয়লাভের সাধনভূত, যানের তেজ গতিতে নিমিত্তভূত, অন্তরিক্ষশায়ী বায়ু বা বিদ্যুৎরূপ অগ্নিকে এই শিল্পযজ্ঞে সুখলাভের জন্য যান আদিতে প্রযুক্ত করি ।

য় আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশং য়দুম্।
ইন্দ্রঃ স নো য়ুবা সখা ॥

সামবেদ ১২৭

সরলার্থঃ বিমান প্রভৃতিতে প্রযুক্ত যে বিদ্যুৎ পুরুষার্থী মানবকে অত্যন্ত দূর থেকেও মনোবাঞ্ছিত বেগ দ্বারা উত্তম যাত্রার মাধ্যমে অর্থাৎ কোনো যাত্রা কষ্ট হতে না দিয়ে দেশান্তরে পৌঁছে দেয়, সেই প্রসিদ্ধ যন্ত্রে প্রযুক্ত হয়ে পদার্থের সংযোজন বিয়োজন ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন পদার্থ রচনায় সমর্থ বিদ্যুৎ আমাদের সখার ন্যায় কার্যসাধক হোক ।
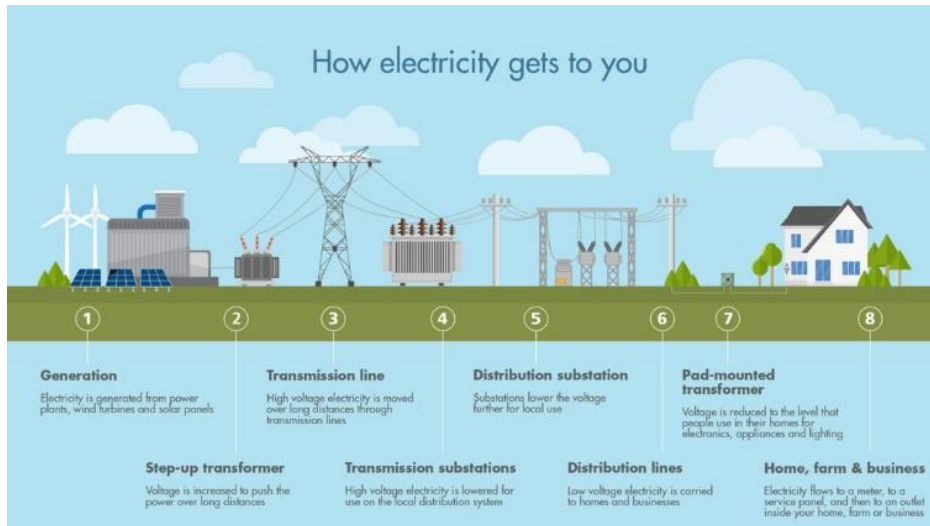
সার্জারি বা শল্য চিকিৎসার অনুপ্রেরণা

য় ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ।

সন্ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরূবসুর্নিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥

সামবেদ ২৪৪

সরলার্থঃ যিনি সংযোগসাধক পদার্থ বিহীনভাবেই গ্রীবার অস্থি হতে গলাকে কর্তন করার পূর্বেই সংযোগযোগ্য অবয়বকে সংযোগ করে দেন অর্থাৎ অস্ত্রাদি দ্বারা গ্রীবার এক ভাগ কর্তন হওয়ার পরেও কর্তন হওয়া ভাগকে প্রাকৃতিক রূপে পুনরায় সুস্থ করে দেন, যাতে মস্তক কর্তিত হয়ে নিম্নে পতিত না হয়; সেই বহু শরীর অবয়বকে যথাস্থানে স্থাপনকারী চিকিৎসা বিজ্ঞানস্বরূপ ধনের অধিপতি পরমেশ্বর, জীবাত্মা, প্রাণ বা শল্য চিকিৎসক ভেঙে যাওয়া অঙ্গকে পুনরায় ঠিক করে দিতে পারেন ।

চিকিৎসক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করে রোগীকে সুস্থ করবেন

অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ।

বিশ্বা য়দজয় স্পৃধঃ ॥

সামবেদ ২১১

সরলার্থঃ হে রোগবিদারক চিকিৎসক ! যখন আপনি সমস্ত স্পর্ধাযুক্ত রোগ ও এর সাথে ব্যথা, বমি, মূর্চ্ছা ইত্যাদি উপদ্রবের ওপর বিজয় প্রাপ্ত হোন; তখন যথার্থ ও স্বচ্ছ প্রভাবযুক্ত ঔষধরূপ ফেনা দ্বারা শরীর ত্যাগ না কারী, দৃঢ়তার সাথে স্থিত রোগের ক্ষতিকারক প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করে দেন ।

বিমানবিদ্যা

ইন্দ্রস্য নু বীর্য়াণি প্রবোচং য়ানি চকার প্রথমানি বজ্রী।

অহন্নহিমন্বপস্তর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎপর্বতানাম্ ॥

সামবেদ ৬১২

সরলার্থঃ বীর পরমাত্মা, পদার্থ সমূহের অবয়বরূপে বিছিন্নকারী সূর্য ও পরমৈশ্বর্যের সাধনভূত বিদ্যুতের ক্রমশ সৃষ্টির উৎপত্তি-স্থিতি-সংহাররূপ, আকর্ষণ-প্রকাশনরূপ ও ভূযান, জলযান, অন্তরিক্ষযান তথা বিবিধ যন্ত্রকে চালানোর মতো বীরত্বপূর্ণ কর্মের আমি শীঘ্রই বর্ণনা করছি। যে সকল উৎকৃষ্ট কর্মগুলোকে তাঁরা শক্তিশালী করে থাকেন। সেই বীরত্বপূর্ণ কর্মগুলোর মধ্যে একটি আমি বর্ণনা করছি। সেই পরমাত্মার আদেশে সূর্য ও বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষে স্থিত মেঘের সংহার করে, মেঘে স্থিত জলকে বর্ষণ করে নিচে পতিত করে, পাহাড়ের নদীসমূহের বরফ গলিয়ে নদীর জলে প্রবাহিত করে ।

জলের বাষ্পায়ন , জলচক্র ও মেঘ তৈরি

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥
অথর্ববেদ ১।৪।৩

সরলার্থঃ যে জল থেকে সূর্যের কিরণ [বা গোরু আদি জীব বা ভূমি প্রদেশ] আমাদের জন্য গ্রহণ-দানযোগ্য অন্ন বা জল উৎপন্ন করার লক্ষ্যে প্রবাহমান সমুদ্র থেকে পান করে। সেই উত্তম গুণাবলীযুক্ত [দ্যোতিত , শুদ্ধ] জলকে আদরের সাথে আমি আবাহন = স্বীকার - সদপ্রয়োগ করি ।

অর্থাৎ সূর্যের কিরণ সমুদ্র আদি থেকে জলকে বাষ্পায়িত করে গ্রহণ করে, সেই জল আবার বর্ষিত হয়ে আমাদের জন্য অন্ন আদি পদার্থ উৎপন্ন করতে সহায়ক হয়ে সুখ প্রদান করে । অথবা গোরু আদি সমস্ত প্রাণী জলের সাহায্যে উৎপন্ন পদার্থের মাধ্যমে সুখী হয়ে সকলকে সুখী করে, সেভাবেই আমাদের পরস্পরের সহায়ক এবং উপকারী হওয়া আবশ্যক ।

উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্ত্বেষো অর্কো নভ উৎপাতয়াথ।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥
অথর্ববেদ ৪।১৫।৫

সরলার্থঃ হে বায়ুবেগ ! সূর্যের প্রকাশ দ্বারা জলকে সমুদ্র থেকে ওঠাও এবং উপরে নিয়ে যাও। অত্যন্ত গমনশীল, গর্জিত, আকাশে বিস্তৃত [মেঘ] এর টিপটিপ জল ধারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক ।

অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্রহোষিণঃ।

ইন্দ্রোরিন্দ্রো য়বাশিরঃ ॥

সামবেদ ১৪৫

সরলার্থঃ কিরণপ্রদানকারী সূর্য অতিশয় সমৃদ্ধ, নিজের জল রূপ হবির হোমকারী ভূমণ্ডলের সংযোগ বিভাগকারী তাপ দ্বারা উৎপন্ন বাষ্পে পরিণত ভোজ্যরূপ জলকে অবশ্যই পান অর্থাৎ শোষণ করে ।

চক্রং য়দস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ।

পৃথিব্যামতিষিতং য়দূধঃ পয়ো গোষ্বদধা ওষধীষু ॥

সামবেদ ৩৩১

সরলার্থঃ এই পরমাত্মার অর্থাৎ তাঁর দ্বারা রচিত জলের মধ্যে যে আরোহন অবরোহনরূপ চক্র স্থিত আছে, তা এই সংসারের জন্য মধুকেই প্রদান করে। হে পরমাত্মা ! অন্তরিক্ষরূপী যে গাভীর দুধের মতো বিদ্যমান মেঘ ভূমিতে বর্ষার ধারারূপে পতিত হয়, তার মাধ্যমে তুমি গাভীদের মাঝে এবং ঔষধির মাঝে যথাক্রমে দুধ এবং রসকে নিহিত করো।

এই জলচক্রকে অন্যত্র বেদে এইরূপে বর্ণিত করা হয়েছে– **“এই জল সমানরূপে দিনের কখনো ওপরে গমন করে আর কখনো নিচে নেমে আসে। মেঘ বর্ষিত হয়ে ভূমিকে তৃপ্ত করে এবং অগ্নিপিণ্ড রূপ সূর্য এই জলকে বাষ্প বানিয়ে আকাশকে তৃপ্ত করে।” (ঋক০ ১।১৬৪।৫১)** ।

পৃথিবীর নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে গমন করে, সেখানে মেঘের আকারে পরিণত হয়ে বর্ষা দ্বারা পুনরায় ভূমণ্ডলে নেমে আসে। এই নির্মল জল গাভীর দেহে দুধ রূপে এবং বনস্পতিসমূহের মাঝে রস রূপে রূপান্তরিত হয়। পরমেশ্বর জলের এই চক্রকে সৃষ্টি করে সর্বত্র মধুময় রসের বর্ষণ করেন, তাই সবার তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ।

বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ।

তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ববাহো জিগ্যুরশ্বাঃ ॥

সামবেদ ৬৮

সরলার্থঃ হে সর্বঅগ্রনায়ক পরমাত্মা ! মেঘের অথবা পাহাড়ের পৃষ্ঠ থেকে সূর্যকিরণ ও বায়ু যেমন বর্ষাজল ও নদীমালা উৎপন্ন করে প্রবাহিত করে, তেমনি বিদ্বান স্তোতাগণ বেদমন্ত্র দ্বারা তোমার নিকট থেকে আনন্দধারাকে বিশেষরূপে উৎপন্ন করে নিজ আত্মায় প্রবাহিত করে থাকেন। সেই পরোপকারী তোমাকে উত্তম স্তুতিরূপ বাণীসমূহ দ্বারা অর্চনা করেন। ঘোড়া যেভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করে অর্থাৎ যোদ্ধাকে

জয়লাভে সহায়তা করে, তেমনিভাবে স্তোত্রসমূহকে তোমার নিকট প্রেরণ করে স্তোতাগণ তোমাকে জয় করে থাকেন, প্রাপ্ত করে থাকেন ।

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্ত ঊর্ময়ঃ।

বনানি মহিষা ইব ॥

সামবেদ ৪৭৮

সরলার্থঃ তরঙ্গরূপ, বুদ্ধিবর্ধক, পরমাত্মা দ্বারা প্রস্তুত আনন্দরস কর্মকে উৎকৃষ্ট পথে প্রেরণ করেন; যেভাবে জলকে মহান সূর্য বাষ্পাকারে ঊর্ধ্বদিকে বেগের সাথে প্রেরণ করে ।

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।

স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥

সামবেদ ১১৯

সরলার্থঃ সূর্যের আলো ও বৃষ্টির জলকে বাধা প্রদানকারী বিশাল মেঘের তুল্য ধর্মের পথে বাধাদানকারী পাপপ্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করার জন্য সেই প্রসিদ্ধ মহাপরাক্রমী পরমাত্মার আমরা উপাসনা করি। সেই বর্ষণকারী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি ধর্মের বর্ষণকারী হোক ।

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা য়জ্ঞেষ্বত্নত।

বাশ্রা অভিজ্ঞু য়াতবে ॥

সামবেদ ২২১

সরলার্থঃ সূর্যতাপের সন্তানরূপ দ্রুত বহমান বায়ু বৃষ্টি যজ্ঞে যখন বিদ্যুতের গর্জনকে তথা মেঘজলকে বিস্তীর্ণ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ গর্জন করায় ও মেঘরূপ সূক্ষ্ম জলকণাকে কম্পিত করে, তখন রিমঝিম করে বর্ষাজল পৃথিবীর দিকে ধাবিত হওয়া আরম্ভ করে দেয় অর্থাৎ বর্ষা হতে শুরু করে ।

ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রৈরয়ৎসগরস্য বুধ্নাৎ।

য়ো অক্ষেণেব চক্রিয়ৌ শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥

সামবেদ ৩৩৯

সরলার্থঃ পরমৈশ্বর্যবান জগদীশ্বরের জন্য অর্থাৎ তাঁর মহিমার গান করার জন্য অতীক্ষ্ণ প্রয়োগযুক্ত অর্থাৎ সুমধুর আমার এই স্তুতিবাণী প্রবৃত্ত হোক। সেই জগদীশ্বর অন্তরিক্ষের শীর্ষস্থান থেকে মেঘজলকে ভূমির দিকে প্রেরিত করেন অর্থাৎ ভূমিতে বৃষ্টি প্রদান করেন, যিনি বিবিধ কর্মে সংলগ্ন থেকে অথবা বিশেষরূপে সর্বান্তর্যামী হয়ে নিজের বুদ্ধিকৌশল দ্বারা সেই জগদ্ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে সেইভাবে ধারণ করে পরস্পর ভারসাম্য রক্ষা করছেন, যেভাবে রথের মাঝে বিদ্যমান দণ্ডের দ্বারা দুই রথচক্রকে রথচালক ধারণ করে থাকে ।

অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্বদ্বধানাং অরম্ণাঃ।

মহান্তমিন্দ্র পর্বতং বি য়দ্বঃ সৃজদ্ধারা অব য়দ্দানবান্হন্ ॥

সামবেদ ৩১৫

সরলার্থঃ হে পরমেশ্বর ! সকল সৃষ্টির ব্যবস্থাপনাকারী তুমি, তোমার দ্বারা রচিত সূর্যকে সাধন করে জলের আধার মেঘকে বিদারণ করে দাও, তার বন্ধ করে রাখা প্রবাহ পথকে খুলে দাও। যে মেঘ বর্ষণ করে না, এমন মেঘে দৃঢ়তার সাথে আবদ্ধ জলের সমুদ্ররূপ প্রবাহকে ছেড়ে দাও। যখন বিশাল বরফের পর্বতকে গলিয়ে দাও এবং যখন জল-প্রবাহতে বাধাদানকারী শিলাখণ্ড আদিকে দূর করে দাও, তখন নদীর ধারাকে বইতে দাও ।

সমানমেতদুদকমুচ্চৈত্যব চাহভিঃ।

ভূমিং পর্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়: ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৫১

সরলার্থঃ এই জল সমানরূপে দিনের কখনো ওপরে গমন করে আর কখনো নিচে নেমে আসে। মেঘ বর্ষিত হয়ে ভূমিকে তৃপ্ত করে এবং অগ্নিপিণ্ড রূপ সূর্য এই জলকে বাষ্প বানিয়ে আকাশকে তৃপ্ত করে।

সূর্য সৌরজগতকে প্রকাশিত করছে

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।

সমূঢমস্য পাংসুলে ॥

সামবেদ ২২২

সরলার্থঃ নিজের প্রকাশ দ্বারা সবকিছুকে ব্যাপ্তকারী সূর্য এই সমস্ত গ্রহোপগ্রহ চক্রে নিজের কিরণরূপ চরণ স্থাপিত করে রেখেছে। ভূগর্ভ, ভূতল এবং আকাশ এই তিন স্থানে সূর্য নিজের কিরণরূপ চরণকে স্থাপিত করে রেখেছে। কিন্তু ধূলিময় ভূগর্ভে এই সূর্যের কিরণরূপ চরণ তর্ক দ্বারা গম্য, প্রত্যক্ষ নয় ।

অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী।

ব্যখ্যন্মহিষো দিবং ॥

সামবেদ ৬৩১

সরলার্থঃ এই সূর্যের দীপ্তি, প্রাণের পশ্চাতে অপানের কার্য ভূমিতে বিচরণ করে। পরমাত্মার দীপ্তি প্রাণ কার্য্যের পশ্চাতে অপান কর্ম করিয়ে জীবের হৃদয় মধ্যে বিচরণ করেন। এই মহান সূর্য আকাশকে প্রকাশিত করে এবং এই মহান পরমাত্মা জীবাত্মাকে প্রকাশিত করেন ।

এই প্রাণ যা প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান রূপে শরীরে স্থিত হয়ে প্রাণ-অপান প্রভৃতি কর্ম করে থাকে, তা সেই পরমেশ্বরের মহিমা দ্বারাই হয়ে থাকে, যেমন কেন

উপনিষদের ঋষি বলেছেন—**'পরমেশ্বর হলেন প্রাণেরও প্রাণ' (কেন উপ০ ১।২)**। পরমেশ্বর দ্বারা রচিত সূর্যও নিজের কিরণ দ্বারা প্রাণীদেরকে প্রাণ প্রদান করে প্রাণ অপান প্রভৃতি ক্রিয়াতে সহায়ক হয়, যেমন প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে—**'এই সূর্য প্রজাদের প্রাণ রূপে উদিত হচ্ছে' (প্রশ্ন উপ০ ১।৮)।**

পরমেশ্বরই সূর্যের দ্বারা আকাশস্থ গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য পিণ্ড সমূহকে প্রকাশিত করেন ।

উদ্দ্যামেষি রজঃ পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।

পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য ॥

সামবেদ ৬৩৮

সরলার্থঃ সূর্য রাত্রির সাথে দিনের রচনা করে এবং উৎপন্ন পদার্থ সকলকে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত করে বিস্তীর্ণ দ্যুলোকে উদিত হয় ।

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্র্যঃ।

তাভির্যাতি স্বয়ুক্তিভিঃ ॥

সামবেদ ৬৩৯

সরলার্থঃ সূর্য সৌরমণ্ডল-রূপ রথকে পতিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য সাতটি রঙের শোধনকারী কিরণকে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের সাথে যুক্ত করে। নিজের দ্বারা যুক্ত কৃত সেই কিরণসমূহ দ্বারা সূর্য ভূমণ্ডল প্রভৃতি লোকসমূহের উপকার করবার চেষ্টা করে ।

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য়।

শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥

সামবেদ ৬৪০

সরলার্থঃ ভৌতিক সূর্য প্রকাশমান তথা প্রকাশক, বিবিধ পদার্থকে সকলের দর্শন-যোগ্যকারী এবং কিরণরূপ কেশযুক্ত। সূর্যকে সাতটি দিক সমূহ আকাশরূপ রথে বসিয়ে যাত্রা করিয়ে থাকে ।

এখানে সূর্যের শিশু হওয়া তথা দিশা (দিক) সমূহের মাতা হওয়া, এরূপ ধ্বনিত হইতেছে। যেভাবে মাতা তাঁর শিশুকে কোলে নিয়ে ভ্রমণ করায়, সেভাবেই মাতৃবৎ দিক সমূহ, সূর্যরূপ শিশুকে আকাশরূপ রথে বসিয়ে ভ্রমণ করায় ।

দিশা (দিক) সমূহের চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যাযুক্ত বলে শোনা যায়। **'সাতটি দিক রয়েছে, নানা সূর্য রয়েছে' (ঋক০ ৯।১১৪।৩)** এই শ্রুতির অনুসারে দিক সমূহের সাত সংখ্যাও প্রমাণিত হয়। চারটি হল পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি, অধঃ, ঊর্ধ্বঃ মিলিয়ে হল ছয়টি এবং সপ্তম হচ্ছে মধ্য দিশা। এই প্রকারে সাতটি দিশার সংখ্যা পূর্ণ হচ্ছে।

কৃষ্ণ – শুক্লপক্ষ

বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার।

দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥

সামবেদ ৩২৫

সরলার্থঃ অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রামে বহু অন্ধকাররূপী শত্রুর বিদারণকর্তা চাঁদ যুবক হয়ে যাওয়ার পরেও অর্থাৎ পূর্ণিমাতে পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পরেও বৃদ্ধ, পক্ক কিরণময় সূর্য চাঁদকে আলোকহীন করে দেয় অর্থাৎ পূর্ণিমার পর প্রতিপদ তিথি থেকে চাঁদের কিরণ কমতে কমতে অমাবস্যায় পূর্ণ রূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্রীড়াশীল পরমেশ্বরের মহান জগতরূপ কাব্যকে দেখ, এখানে যা গতকাল প্রাণ ধারণ করে জীবিত ছিল তা আজ মৃত্যু বরণ করছে ।

চাঁদ সূর্যের আলো দ্বারাই প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর চারপাশে ভ্রমণের জন্য তার যে অংশে সূর্যের আলো পতিত হয় না, তা পৃথিবী থেকে অপ্রকাশিত মনে হয়। অমাবস্যা তিথিতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চন্দ্র থাকায় রাত্রিকালে চন্দ্র দেখা যায় না। একারণেই বেদকাব্যে বলা হয়েছে যে, সূর্য চন্দ্রকে নিগলিত করেছে ।

ত্বমেতদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ।

পরুষ্ণীষু রুশৎ পয়ঃ ॥

সামবেদ ৫৯৫

সরলার্থঃ হে রাজাধিরাজ পরমেশ্বর! দিবা-রাত্রির চক্রের প্রবর্তক তুমি **(কৃষ্ণাসু)** আংশিকরূপে অথবা পূর্ণরূপে কৃষ্ণ বর্ণ সম্পন্ন **(রোহিণীষু চ)** এবং আলোকোজ্জ্বল **(পরুষ্ণীষু)** কৃষ্ণ পক্ষ ও শুক্ল পক্ষ যুক্ত রাত্রিতে **(এতৎ)** সবার নিকট দৃশ্যমান এই **(রুশৎ)** চকচকে **(পয়ঃ)** শিশিরবিন্দুরূপ উৎপন্ন জল **(অধারয়ঃ)** নিহিত করেছ ।

কাঠে – কাঠে ঘর্ষণের মাধ্যমে অগ্নি উৎপাদন

শেষে বনেষু মাতৃষু সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে।

অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥

সামবেদ ৪৬

সরলার্থঃ হে যজ্ঞাগ্নি ! তুমি বনে, বনের কাষ্ঠে এবং নিজের মাতা-রূপ অরণির গর্ভে শয়ন করো, লুকায়িত রূপে বিদ্যমান থাকো। তোমাকে যাজ্ঞিক মানব অরণিকে মন্থন করে প্রজ্বলিত করেন। প্রজ্বলিত হয়ে তুমি তন্দ্রারহিত, নিরন্তর হবি প্রদানকারী যজমানের আহুত হবিকে স্থানান্তরিত করে প্রেরণ করো। এরপরেই তুমি বিদ্বান জনের মাঝে রাজার ন্যায় প্রশংসিত হও ।

সূর্য গতিশীল, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে

প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্মনা।

অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্মণি ॥

সামবেদ ৫১

সরলার্থঃ ধার্মিক মানবজাতির প্রিয়, প্রকাশক, জগতের অগ্রনায়ক পরমেশ্বর বলবান রাজার ন্যায় স্বীয় বলের প্রভাবে প্রভাবশালী এবং সামর্থ্যবান হয়ে থাকেন। তিনিই মাতা পৃথিবীকে অনুকূলভাবে সূর্যের চার দিকে প্রদক্ষিণ করাচ্ছেন। সেই পরমেশ্বর সূর্যের গৃহে, সূর্যমণ্ডলে, স্থিত রয়েছেন অর্থাৎ সূর্যের সঞ্চালকও তিনি ।

ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রৈরয়ৎসগরস্য বুধ্নাৎ।

য়ো অক্ষেণেব চক্রিয়ৌ শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥

সামবেদ ৩৩৯

সরলার্থঃ পরমৈশ্বর্যবান জগদীশ্বরের জন্য অর্থাৎ তাঁর মহিমার গান করার জন্য অতীক্ষ্ণ প্রয়োগযুক্ত অর্থাৎ সুমধুর আমার এই স্তুতিবাণী প্রবৃত্ত হোক। সেই জগদীশ্বর অন্তরিক্ষের শীর্ষস্থান থেকে মেঘজলকে ভূমির দিকে প্রেরিত করেন অর্থাৎ ভূমিতে বৃষ্টি প্রদান করেন, যিনি বিবিধ কর্মে সংলগ্ন থেকে অথবা বিশেষরূপে সর্বান্তর্যামী হয়ে নিজের বুদ্ধিকৌশল দ্বারা সেই জগদ্ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে সেইভাবে ধারণ করে পরস্পর ভারসাম্য রক্ষা করছেন, যেভাবে রথের মাঝে বিদ্যমান দণ্ডের দ্বারা দুই রথচক্রকে রথচালক ধারণ করে থাকে ।

ক্রত্বা মহাং অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃতে শবঃ।

শ্রিয় ঋষ্ব উপাকয়োর্নি শিপ্রী হরিবান্ দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্ ॥

সামবেদ ৪২৩

সরলার্থঃ দিব্য প্রজ্ঞা আর জগতের ধারণ কর্ম দ্বারা মহান, নিয়ম ভঙ্গকারীর জন্য ভয়ংকর সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর নিজের ধারণশক্তির অনুরূপ বলবান সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদিকে আবর্তন করাচ্ছেন। লোক-লোকান্তরকে নিজ নিজ কক্ষে গতিদাতা, জগতের বিস্তারক, অকর্মণ্যতা আদি দোষসমূহকে দূর করতে সামর্থ্যবান তিনি ঐশ্বর্যপ্রদানের জন্য পরস্পর সম্বদ্ধ মানবের হাতে দৃঢ় শস্ত্রাস্ত্রসমূহকে ধারণ করান ।

ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভী ষদপ চুচ্যবৎ।

স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥

সামবেদ ২০০

সরলার্থঃ হে ভ্রাতা ! অন্ধকার বিদারক, প্রকাশপ্রদাতা সূর্য অভিভূত বা উদ্বিগ্নকারী, বৃহৎ রোগ থেকে উৎপন্ন, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু থেকে উৎপন্ন, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের সংঘর্ষের আশঙ্কা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার ভয়কে দূর করে, কেননা সেই সূর্য আকর্ষণশক্তির দ্বারা আকাশে নিজ কক্ষপথে স্থির অর্থাৎ কেবল নিজের কক্ষপথে স্থিত অর্থাৎ সূর্য কখনো কক্ষপথ চ্যুত হয় না এবং আলো প্রদানের দ্বারা সকলকে পদার্থের দর্শন করায় ।

যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ।

চক্রাণ ওপশং দিবি ॥

সামবেদ ১২১

সরলার্থঃ পরোপকারের জন্য কৃত মহান কর্মসমূহ পরমাত্মাকে অর্থাৎ তাঁর মহিমাকে বর্ধিত করে। পরমাত্মার যজ্ঞ কর্মের একটি দৃষ্টান্ত এই হয় যে, দ্যুলোকের সূর্যরূপ মুকুট রচনাকারী সেই পরমাত্মা পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করাচ্ছেন।

মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য়ম্ণঃ।

দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥

সামবেদ ১৯২

সরলার্থঃ হে পরমৈশ্বর্যবান জগদীশ্বর ! তোমার কৃপা দ্বারা অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষাকারী বায়ু তথা জীবাত্মার, নিজ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি লোকের নিয়ন্ত্রণকারী সূর্যলোকের তথা ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণকারী মনের এবং আচ্ছাদক মেঘের তথা প্রাণের, এই তিনের মহান তেজকে নিবাসকারী এবং অপরাজেয়, দৃঢ় রক্ষণ শক্তি আমাদের প্রাপ্ত হোক ।

দধিক্রাবা অগ্নিঃশ্বো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।

সুরভি নো মুখা করৎপ্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ॥

সামবেদ ৩৫৮

সরলার্থঃ আমি বিজয়শীল তথা বিজয় প্রদানকারী, সকল শুভ গুণে ব্যাপ্ত, বল এবং বিজ্ঞান যুক্ত ধারক পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি লোককে নিজ নিজ কক্ষে বা কোনো পিণ্ডের চারিদিকে ঘূর্ণনে প্রবৃত্তকারী অথবা স্তোত্র-ধারক, ধর্ম-ধারক বা সদ্গুণ-ধারককে কর্মযোগে প্রবৃত্তকারী জগদীশ্বরের স্বাগত করি। স্বাগতবচন দ্বারা সৎকৃত ওই জগদীশ্বর আমাদের মুখের সুগন্ধিত অর্থাৎ কটূ-বচন, পর-নিন্দা প্রভৃতি রহিত মধুর সত্য-ভাষণের সৌরভ যুক্ত করেন এবং আমাদের আয়ুকে বৃদ্ধি করেন ।

পুরাং ভিন্দুর্য়ুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।

ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥

সামবেদ ৩৫৯

সরলার্থঃ অন্ধকার, মেঘ, হিমপুরীর বিদারণকারী, পদার্থের মিশ্রণকারী এবং পৃথককারী, নিজ কক্ষে ঘূর্ণনশীল, অথবা পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্রমা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহসমূহকে নিজের চারপাশে ঘূর্ণনে প্রবৃত্তকারী, অপরিমিত বল এবং প্রকাশযুক্ত, কিরণরূপ বজ্রধারী, অনেক জ্যোতির্বিদ বিদ্বান বিজ্ঞানের দ্বারা বর্ণনাকৃত সূর্য সৌরমণ্ডলে দৃশ্যমান সমস্ত প্রাকৃতিক কর্মের ধারক হয়ে থাকেন ।

চন্দ্রমা অপ্স্বাতন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।

ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥

সামবেদ ৪১৭

সরলার্থঃ চন্দ্রমা অন্তরিক্ষের মধ্যে এবং কিরণরূপ শোভন পক্ষযুক্ত সূর্য দ্যুলোকে পরিক্রমা রূপে ধাবিত হচ্ছে, অর্থাৎ চন্দ্রমা নিজের কক্ষে ঘূর্ণনের সাথে সাথে পৃথিবী আর সূর্যের চারিদিকেও ঘুরছে, তথা সূর্য নিজের কক্ষে ও সমস্ত সৌরজগতসহও আবর্তিত হচ্ছে, এই কথা সকলে জানে, কিন্তু হে স্বর্ণাভ কিরণ রূপ চক্রযুক্ত প্রকাশমান চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ! তোমাদের গতিপ্রদাতাকে, কেউই জানে না। হে স্ত্রীপুরুষ অথবা রাজা-প্রজাজন! তোমরা আমার এই কথাকে অনুধাবন করো। এর মানে হলো, সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করার প্রচেষ্টা তুমি করো, যাঁর গতিতে এই সকল কিছু গতিশীল হয়েছে ।

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।

কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥

সামবেদ ৬৭

সরলার্থঃ দ্যুলোকের শিরোমণি, পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশে নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণনে প্রবৃত্তকারী, সকল মানবের হিতকারী, সকলের পথপ্রদর্শক, সত্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধ, মেধাবী, ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাম্রাজ্যের সম্রাট, প্রজাদের অতিথিতুল্য সৎকার করার যোগ্য, আমাদের রক্ষক তেজস্বী পরমেশ্বরকে বিদ্বান উপাসকেরা মৌখিক জপ দ্বারা এবং

হৃদয়-গুহায় ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত করে থাকেন; অর্থাৎ জপ দ্বারা ও ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন ।

ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।

হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা ॥

সামবেদ ৫৫৮

সরলার্থঃ দ্যুলোক অথবা সূর্যের ও মোক্ষের ধারণকর্তা, কর্মকুশল, আনন্দ-রসময়, বিদ্বানগণের প্রাণ ও বলপ্রদাতা, জীবন্মুক্ত মানবজাতি দ্বারা প্রসন্নযোগ্য পরমাত্মা সব জড় চেতনজগৎকে পবিত্র করেন। পরবর্তীতে প্রত্যক্ষকৃত বর্ণনা আছে—আকর্ষণ বল দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহের নিয়ামক, জগতের সৃজনকারী তুমি অনায়াসেই নিজ বল দ্বারা নদীসমূহে বল এবং বেগকে স্থাপিত করো, যেভাবে ঘোড়া রথ প্রভৃতিসমূহে বেগ প্রদান করে ।
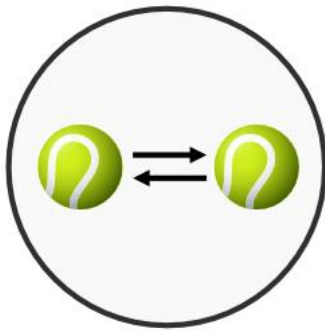
Gravitation

Gravitation is the Force of Attraction Acting Between Any Two Bodies of the Universe.
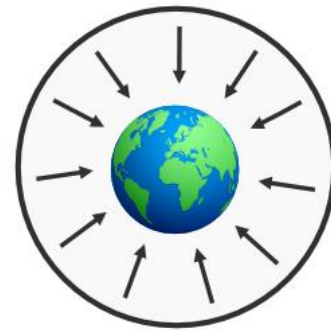
Gravity

Gravitation is the Earth's Gravitational Pull on a Body, Lying on Near the Surface of Earth.

যানবাহনে বিদ্যুতের ব্যবহার ও মহাকর্ষ বল

য়জামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যাংবিব্রতানাম্।

প্র শ্মশ্রুভির্দোধুবদূর্ধ্বধা ভুবদ্বি সেনাভির্ভয়মানো বি রাধসা ॥

সামবেদ ৩৩৪

[আধিভৌতিক] সরলার্থঃ ডান হাতে বজ্রতুল্য দৃঢ় শস্ত্রাস্ত্রের ধারণকারী বিবিধ কর্ম সম্পাদনকারী, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ এবং সূর্যকিরণকে অগ্নিযান, বায়ুযান, বিদ্যুৎ-যান এবং সূর্যতাপ দ্বারা গতিশীল যানে প্রযুক্তকারী শূরবীর রাজা বা সেনাধ্যক্ষকে আমরা রাষ্ট্রবাসী প্রজাজন প্রশংসা করি। তিনি শত্রুদের শ্মশ্রুকে নত করে অর্থাৎ তাদের গর্ব চূর্ণ করে উন্নত হন তথা নিজের দুর্দান্ত সেনাদের দ্বারা শত্রুদেরকে ভয়ভীত করে বিজয়ী হন এবং ঐশ্বর্য দ্বারা বৈভবশালী হন ।

[আধ্যাত্মিক] সরলার্থঃ যাঁর ওজস্বীতার প্রকাশ ন্যায়বিচাররূপ দণ্ড সদা জাগ্রত, এরূপ বিবিধ কর্ম যুক্ত, আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যুক্ত গতিময় সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতি লোকের রথী সর্বদ্রষ্টা পরমাত্মাকে আমরা উপাসনা করি। তিনি সূর্য-কিরণের দ্বারা রোগ শোক প্রভৃতিকে অতিশয় পুনঃপুন প্রকম্পিত করেন। সর্বোন্নত তিনিই সেনাদলের মতো বিদ্যমান নিজের শক্তিসমূহ দ্বারা দুর্জনদের ভয়ভীত করে বৈভবশালী হন এবং ঐশ্বর্য দ্বারাও বৈভবশালী হন

জলযান ও বিমানের ইঙ্গিত

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ত্সমুদ্রব্যচসং গিরঃ।

রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিং ॥

সামবেদ ৩৪৩

সরলার্থঃ সকল রাষ্ট্রবাসী প্রজাদের বাণীসমূহ জলযান দ্বারা সাগরে এবং বিমান দ্বারা অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত, যানের অধিপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জলযান এবং বিমানের শ্রেষ্ঠ অধিপতি, দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক বল, অন্ন বা যুদ্ধের অধীশ্বর, সজ্জন বা সৎকর্মের রক্ষক, শত্রুবিদারক এবং সুখপ্রদ রাজাকে বৃদ্ধি করি, উৎসাহিত করি ।

সূর্যই জীবনাধার

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।

আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য় আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥

সামবেদ ৬২৯

সরলার্থঃ জগত প্রকাশকারী সূর্যের বিচিত্র অথবা রংবেরঙের সূর্যরশ্মিরূপ সেনার উদয় হয়েছে, যা শরীরে প্রাণশক্তির তথা বাইরে দিনের, শরীরে অপান-এর তথা বাইরে রাত্রির এবং শরীরে বাণীর [বাক্ শক্তির] তথা বাইরে পার্থিব অগ্নির প্রকাশক হয়। সূর্য—দ্যুলোক ও ভূমিলোককে তথা এদের মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষলোককে দিবালোকের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। সেই সূর্যই, এই জগতের সকল, জঙ্গম= মানব, পশু, পাখি প্রভৃতি প্রাণীর তথা স্থাবর= বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির জীবনাধার ।

বেদে ৬ ঋতুর উল্লেখ

বসন্ত ইন্নু রন্ত্যো গ্রীষ্ম ইন্নু রন্ত্যঃ।

বর্ষাণ্যনু শরদো হেমন্তঃ শিশির ইন্নু রন্ত্যঃ ॥

সামবেদ ৬১৬

সরলার্থঃ পরমেশ্বরের সৃষ্টিজগতের মাঝে বসন্ত ঋতু নিশ্চয়ই রমণীয় ,গ্রীষ্ম ঋতুও নিশ্চয়ই রমণীয়। বর্ষাকালের পরবর্তী শরৎ ঋতু এবং হেমন্ত ঋতুও অত্যন্ত রমণীয়। শীত ঋতুও নিশ্চয়ই রমণীয় ।

বেদে নিরাপদ গৃহ নির্মাণের অনুপ্রেরণা

বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাং সত্রং সোম্যানাম্।

দ্রপ্সঃ পুরাং ভেত্তা শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা ॥

সামবেদ ২৭৫

সরলার্থঃ হে ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহের অধিপতি পরমাত্মা ! তুমি শান্তিময়, অন্যদের শান্তি প্রদানকারী অথবা ব্রহ্মানন্দরূপ সোমরসকে প্রবাহিত করার যোগ্য স্তোতাদের স্থির আধারস্তম্ভ অর্থাৎ আধারস্তম্ভের মতো আশ্রয়স্থল এবং ধনুকের মতো বিঘ্নকর্তাদের ওপর প্রহারকারী ও কবচের মতো রক্ষাকারী। পরমৈশ্বর্যবান পরমেশ্বর রসময় অথবা সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান এবং চিরকাল ধরে চলমান কাম-ক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির দুর্গকে চূর্ণকারী এবং মুনিগণের মিত্র ।

কৃত্রিম কূপ

আ ব ইন্দ্র কৃবিং য়থা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্।

মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥

সামবেদ ২১৪

সরলার্থঃ হে মিত্রেরা ! বল, বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য অথবা মোক্ষের ইচ্ছা করে তোমরা প্রজ্ঞাবান ও বিবিধ কর্মের কর্তা পরমাত্মাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্পূর্ণ সিক্ত করো। যেভাবে অন্নের উৎপত্তি কামনাকারী কৃষকেরা কৃত্রিম কুয়োকে জমিতে সেচের জন্য জল দ্বারা পূর্ণ করে; সেভাবেই অতিশয় দানশীল, সকলের চেয়ে মহান এবং সকলের পূজনীয় সেই পরমাত্মাকে ভক্তিরসের দ্বারা সিঞ্চন করি ।

চন্দ্র সূর্যের আলো গ্রহণ ও চান্দ্রমাস

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো য়বাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং য়থাবশম্।

স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্ত্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥

সামবেদ ৪৫৭

সরলার্থঃ বায়ু, বিদ্যুৎ এবং মেঘরূপ তিন পদার্থ দ্বারা যুক্ত অন্তরিক্ষভাগে মহান, প্রচণ্ড বলবান সূর্যরূপ ইন্দ্র সূর্যকিরণের সংযোজন বিয়োজন দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত চন্দ্রমাকে তৃপ্তি প্রদান করায় এবং চন্দ্রমা সেই প্রকাশমান সূর্য থেকে উৎপন্ন কিরণসমূহকে যথেচ্ছ পান করে। সেই চন্দ্রমাতে প্রবিষ্ট সূর্যকিরণসমূহ তাকে মহান প্রাণ-প্রদান, চান্দ্রমাসের নির্মাণ আদি কার্য করার জন্য আনন্দের সাথে প্রেরণা দেয়। সেই প্রকাশমান সত্য নিয়ম চন্দ্রমা এই প্রকাশক সত্য নিয়ম সূর্যের সেবন করতে থাকে।

ঋতুচক্র, খনিজ সম্পদ, জলচক্রের একটি কারণ সূর্য

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্।

ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎসবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ ॥

সামবেদ ৪৬৪

সরলার্থঃ আমি সেই সুদূরস্থ, ভূমি-আকাশের প্রকাশক, মেধাবীদের মত ভূমণ্ডল-ধারণ, ঋতুচক্র আবর্তন আদি মহান কর্মের কর্তা, জলকে ওপর-নিচে সঞ্চালনকারী, সকল খনিজ পদার্থকে ভূমিতে স্থাপনকারী, তৃপ্তিপ্রদাতা, জ্ঞানে সাধনকারী সূর্যের স্তুতি করি; অর্থাৎ তার গুণ-কর্মের বর্ণনা করি। যে সূর্যের রূপবতী প্রভা উৎপন্ন ভূমণ্ডলে সমস্ত পদার্থকে প্রকাশিত করে, সেই সুন্দর কিরণবান, উত্তম কর্মী সূর্য নিজের সামর্থ্য দ্বারা কিরণ রূপী প্রকাশকে উৎপন্ন করে ।
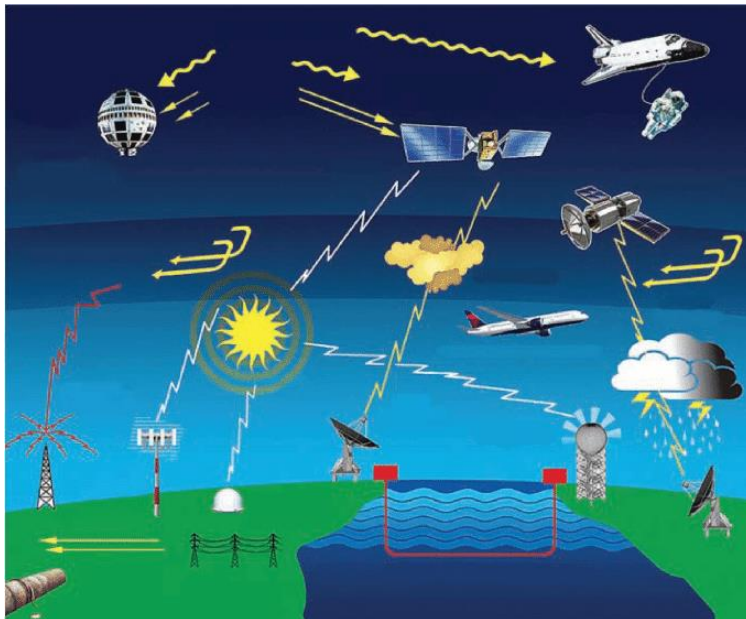
সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের অনুপ্রেরণা

অস্তু শ্রৌষ্টপুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আ নু ত্যচ্ছর্ধো দিব্যং বৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূ বৃণীমহে।

য়দ্ধ ক্রাণা বিবস্বতে নাভা সন্দায় নব্যসে।

অধ প্র নূনমুপ য়ন্তি ধীতয়ো দেবাংঅচ্ছা ন ধীতয়ঃ ॥

সামবেদ ৪৬১

সরলার্থঃ আমার বচন শ্রবণীয় হোক। আমি ভৌতিক অগ্নিকে বুদ্ধি বা কর্মকৌশল দ্বারা শিল্পাদি কর্মে উপযুক্ত প্রয়োগ করি বা কাজে লাগাই। আমরা সকলে সেই দ্যুলোকে বিদ্যমান বলবান সূর্যকে শীঘ্রই শিল্পকর্মে উপযুক্ত প্রয়োগ করি। বিদ্যুৎ ও বায়ুকে উপযুক্ত প্রয়োগ করি। যখন সেই বিদ্যুৎ ও বায়ু কেন্দ্রীভূত অন্তরিক্ষে পৃথিবী আদি লোককে আকর্ষণ দ্বারা কক্ষপথে ধারণ করে সমস্ত ঋতুতে নবীন রূপে প্রকাশিত অন্ধকার-নিবারক সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করায়, তখন নিশ্চয়ই সূর্য-কিরণ সেই পৃথিবী আদি লোককে প্রাপ্ত হয় ।

আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্।

বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥

সামবেদ ৫৮০

সরলার্থঃ হে মিত্রেরা ! তোমরা সমূহরূপে বিদ্যমান নদী-নদ-সমুদ্রের জলে বেগের সাথে যান চালনার সাধনভূত, অন্তরিক্ষলোকে যানসমূহকে দ্রুততার সাথে নিয়ে যেতে

সাধনভূত, বনের দহনকারী, জলকে বাষ্পে পরিণত করে উর্ধ্বে প্রেরণকারী অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি রূপ অগ্নিকে যেভাবে শিল্পীগণ উৎপন্ন করেন এবং জল প্রভৃতির সাথে সংযুক্ত করেন, সেভাবেই স্তুতির পাত্র, প্রাণসমূহকে প্রেরণকারী, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি লোকসমূহকে বেগের সাথে চালনাকারী, সূর্য কিরণ অথবা মেঘ-জলকে ভূমণ্ডলে সিঞ্চনকারী, শরীরস্থ রক্ত-জলকে অথবা নদীসমূহের জলকে প্রবাহিতকারী সোম পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রকাশিত করো এবং শ্রদ্ধারস দ্বারা সিঞ্চন করো ।
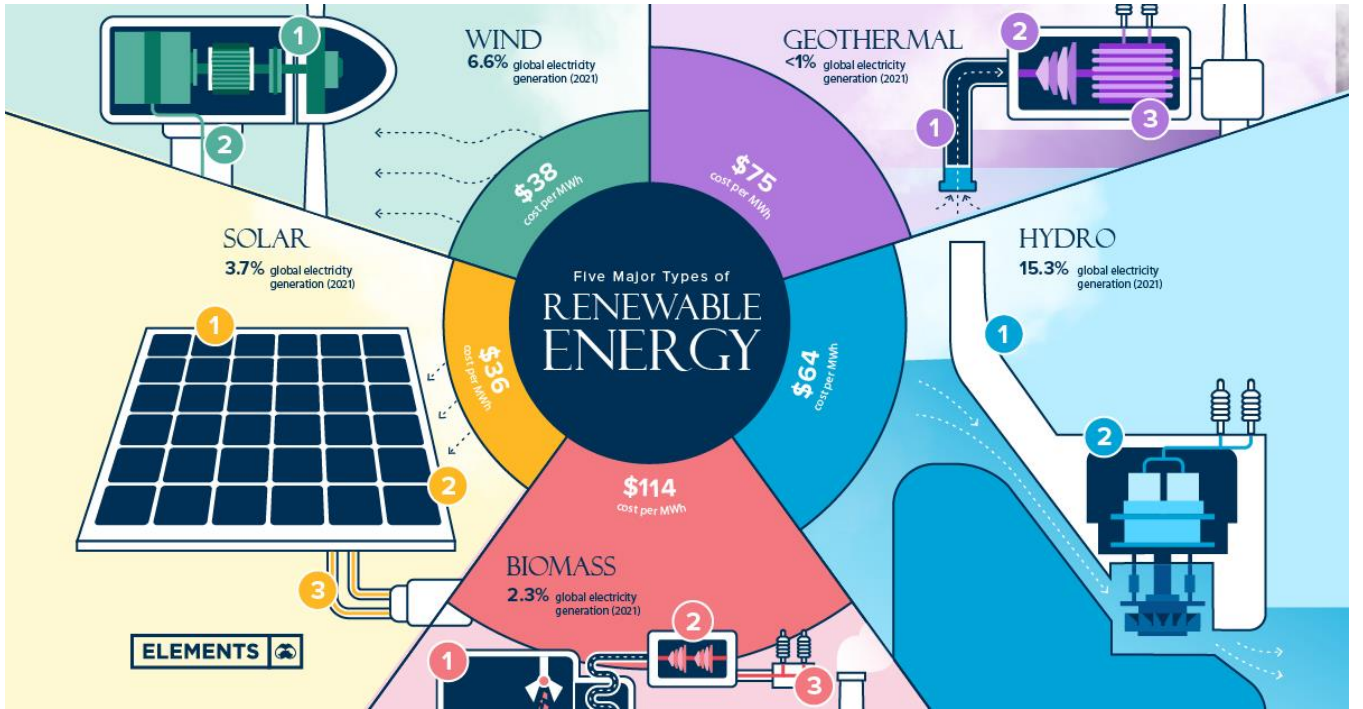
সূর্য কিরণে ৭ রঙ

অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি সয়ুগ্বভিঃ সূরো ন সয়ুগ্বভিঃ।

ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।

বিশ্বা য়দ্রূপা পরিয়াস্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভিরৃক্বভিঃ ॥

সামবেদ ৪৬৩

সরলার্থঃ কেমন সূর্য? যা এই তমোহারিণী দীপ্তি দ্বারা ভূমিকে পবিত্র করে; সহযোগী কিরণ দ্বারা সমস্ত দ্বেষকারী অন্ধকার, রোগ আদিকে নিবারণ করে; বৃষ্টিকর্তা যে সূর্যের প্রকাশধারা বা বৃষ্টিধারা চমকায়; যে তেজস্বী রূপবান আকর্ষণ-বল দ্বারা পৃথিবী আদি লোকের ধারণকর্তা সূর্য পবিত্রতা দেয়; যখন সাত মুখ অর্থাৎ সাত রঙের প্রশংসনীয় কিরণ দ্বারা সমস্ত রূপবান বস্তুকে প্রাপ্ত হয় ।

অয়ুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্র্যঃ।

তাভির্যাতি স্বয়ুক্তিভিঃ ॥

সামবেদ ৬৩৯

সরলার্থঃ সূর্য সৌরমণ্ডল-রূপ রথকে পতিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য সাতটি রঙের শোধনকারী কিরণকে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের সাথে যুক্ত করে। নিজের দ্বারা যুক্ত কৃত সেই কিরণসমূহ দ্বারা সূর্য ভূমণ্ডল প্রভৃতি লোকসমূহের উপকার করবার চেষ্টা করে ।

সৃষ্টিবিজ্ঞান

য়জ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়।

তৎপৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্ ॥

সামবেদ ৬০১

সরলার্থঃ হে অদ্বিতীয় ঐশ্বর্যবান পরমাত্মা! যখন তুমি সৃষ্টির উৎপত্তিকালে দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তৃত করণে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মেঘমালার বধ করার জন্য তৎপর হয়েছিলে, তখন তুমি ভূমিকে বিস্তীর্ণ করলে এবং তখনই তুমি সূর্যকে আকাশে ধারণ করেছিলে ।

আমাদের সৌরমণ্ডলের সৃষ্টির পূর্বে আকাশে জ্বলন্ত গ্যাসের সমূহরূপ আলোক-পুঞ্জময়ী একটি নীহারিকা ছিল। আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সেটি থেকেই পৃথক হয়েছিল। নীহারিকার অবশিষ্ট অংশই সূর্য হিসেবে পরিচিত হল। নীহারিকা থেকে পৃথক হয়ে আমাদের এই পৃথিবীও পূর্বে জ্বলন্ত গ্যাসসমূহের পিণ্ড ছিল। ক্ষণে ক্ষণে ঠাণ্ডা হতে হতে সেটি দ্রবরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। তখন বহু পরিমাণ জলরাশি সূর্যের তীব্র তাপের প্রভাবে বাষ্প হয়ে মেঘের রূপ ধারণ করে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে স্থিত হয়ে গেল। তখন মেঘের ছায়ার কারণে উৎপন্ন গাঢ় অন্ধকারের কারণে ভূমিতে সর্বত্র চিরস্থায়িনী রাত্রি ব্যাপ্ত হলো। সূর্যের তাপের স্পর্শ না হওয়াতে দ্রবরূপ ভূমি ঠাণ্ডা

হয়ে স্থলরূপ প্রাপ্ত হল। তখন ঈশ্বরীয় নিয়মের দ্বারা সেই বিকট মেঘরাশি বর্ষিত হয়ে আবারও পৃথিবীতেই এসে সমুদ্ররূপে স্থিত হল। মেঘরূপ বৃত্রকে সংহারের পরে স্থলরূপ পৃথিবীতে গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি বিবিধ ঋতুসমূহের আবির্ভাবে নদী, পর্বত, বনৌষধি প্রভৃতির সাথে যুক্ত হয়ে বহু বিস্তীর্ণ ভূমিতে পরিণত হয়। পরমেশ্বরের মহিমায় সূর্যও নিজ আকর্ষণ বল দ্বারা পৃথিবীকে নিজের চারিদিকে ঘূর্ণনরত অবস্থায় রেখে আকাশে কোনো আধার ছাড়াই স্থিত রেখেছে। এই কথাটিই এই মন্ত্রের শব্দগুচ্ছের দ্বারা সংক্ষেপে বলা হয়েছে ।

ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ।

ত্বমাতনোরুর্বা৩ন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥

সামবেদ ৬০৪

সরলার্থঃ হে সর্বোৎপাদক পরমাত্মা! তুমি এই দৃশ্যমান জগতের সকল রোগনিবারক সোমলতা প্রভৃতি ঔষধি উদ্ভিদকে, জলকে ও গো জাতিকে উৎপন্ন করেছ। জগতের সমস্তকিছু বিস্তারকারী তুমি বিশাল অন্তরিক্ষকে বিস্তীর্ণ করেছ। সর্বপ্রকাশক তুমি সূর্যের জ্যোতি দ্বারা রাত্রির অন্ধকারকে নিবারণ করে থাকো ।

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।

স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ য়োনিমসতশ্চ বিবঃ ॥

সামবেদ ৩২১

[আধিদৈবিক] সরলার্থঃ শ্রেষ্ঠ মহান আদিত্যরূপ জ্যোতি পূর্ব দিকে প্রকাশিত হচ্ছে। কান্তিমান সূর্য সর্বদিকে বা মর্যাদাপূর্বক প্রকাশশীল আলোকে রাত্রির অন্ধকারের মধ্য থেকে আবির্ভূত করছে। সেই সূর্য সকলের সমীপে স্থিত এই জগতকে বিশেষভাবে স্থিতিসাধক অন্তরিক্ষের বিভিন্ন দিকসমূহকে নিজের আলো দ্বারা প্রকাশিত করছে এবং ব্যক্ত অর্থাৎ কার্যরূপে পরিণত ও কারণের ভেতর অব্যক্তরূপে বিদ্যমান পদার্থসমূহের গৃহরূপ ভূমণ্ডলকে প্রকাশিত করছে ।

[আধ্যাত্মিক] সরলার্থঃ শ্রেষ্ঠ জগতের আদি কারণ পরম ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির গর্ভে মহদাদি প্রপঞ্চ জগতের জনক হয়েছিলেন। মেধাবী সেই পরমেশ্বর মর্যাদাপূর্বক অর্থাৎ মহদাদি ক্রমে ব্যবস্থা পূর্বক প্রকাশবান পদার্থ সমূহকে উৎপন্ন করেছিলেন। সেই পরমেশ্বর শক্তির মাধ্যমে ধারণ তথা আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরস্পর ভারসাম্যপূর্ণ এই জগতকে বিশেষভাবে স্থিতির নিমিত্তে মহাকাশে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্র প্রভৃতি লোকসমূহকে প্রকাশিত করেছেন। তিনিই ব্যক্ত ভূমি, জল, আগুন প্রভৃতি এবং অব্যক্ত মহৎ তত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্রা প্রভৃতির কারণরূপ প্রকৃতিকে কার্য পদার্থরূপে প্রকাশিত করেছেন ।

কান্তিমান সূর্য পূর্ব দিকে প্রকাশিত হয়ে নিজের কিরণ দ্বারা জগতকে প্রকাশিত করে। কান্তিমান মেধাবী পরমেশ্বর প্রকৃতির মধ্যে সুরুচিকর সকল পদার্থ এবং সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্র প্রভৃতি লোকসমূহকে সৃজন করেন। সেই সূর্যের শক্তির উপযোগ এবং সেই পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা তথা উপাসনা সকলের করা উচিত ।

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥

সামবেদ ৬২১

সরলার্থঃ সেই নিমিত্তকারণভূত পরম পুরুষ পরমেশ্বর থেকেই বিশেষরূপে দেদীপ্যমান পিণ্ড উৎপন্ন হয়েছিল। সেই সর্বত্র পূর্ণ পরমেশ্বরই সেই বিশেষরূপে দেদীপ্যমান পিণ্ডের অধিষ্ঠাতা ছিলেন। উৎপন্ন হওয়া সেই বিরাট পিণ্ড পৃথিবী সহ অন্য গ্রহ প্রভৃতি খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিল। সেই পরমেশ্বর পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহের উৎপত্তির পশ্চাতে এবং পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন ।

আমাদের সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল, সেটিই এই মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশাল নীহারিকা-রূপ দেদীপ্যমান একট পিণ্ড উৎপন্ন হয়। আকাশে বেগের সাথে ঘূর্ণায়মান, সেটি থেকে কিছু টুকরো পৃথক হয়েছিল। অবশিষ্ট ভাগই সূর্য হল এবং ভেঙ্গে পৃথক হওয়া খণ্ডগুলো পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহে পরিণত হল। এই প্রকারেই অন্য সৌরমণ্ডলেরও উৎপত্তি হয়েছে। এই সবকিছুর অধিষ্ঠাতা পরমাত্মার ইচ্ছাধীন হয়েই এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল ।

পরিশোধক হিসেবে সূর্য কাজ করে

বেত্থা হি নিরৃতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্।

অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব ॥

সামবেদ ৩৯৬

সরলার্থঃ হে তেজস্বী বীর রাজা বা সেনাপতি, অথবা তেজস্বীর মতো পাপদি বিঘ্ন দলন করতে সমর্থ পরাক্রমশালী পরমাত্মা! রাষ্ট্রের অথবা মনের শোধক তুমি পাপ, কুনীতি, কষ্ট, অকালমৃত্যু অথবা শত্রুসেনাদের প্রত্যহ পরিহারকে [পরিহার করার উপায়কে] নিশ্চয়ই অবগত। পরিশোধক সূর্য প্রতিদিন যেভাবে চারিদিকে ব্যাপ্ত অন্ধকারকে, জীবাণুকে বা রোগসমূহকে পরিহার করা সম্পর্কে অবগত ।

যেভাবে শোধক সূর্য অন্ধকার, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ও রোগ, মালিন্য ইত্যাদিকে দূর করে, তেমনি পরমেশ্বর সংসারের পাপ, কুনীতি, কষ্ট ইত্যাদির বিনাশ করেন। সেভাবেই রাজা আর সেনাপতির উচিত রাষ্ট্র হতে পাপ, দুরাচার, অকালমৃত্যু, শত্রুসেনা ইত্যাদির অনুশীলন থেকে লোকেদের নিবারণ করা ।

য়েনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাং অনু।

ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥

সামবেদ ৬৩৭

সরলার্থঃ সূর্য শোধনকারী ও রোগসমূহের নিবারক। সূর্য উৎপন্ন প্রাণীদেরকে ধারণকারী ভূমণ্ডলকে যে জ্যোতি দ্বারা অনুগৃহীত করে, সেটির দ্বারা সূর্য নিজেও প্রকাশমান হয় ।
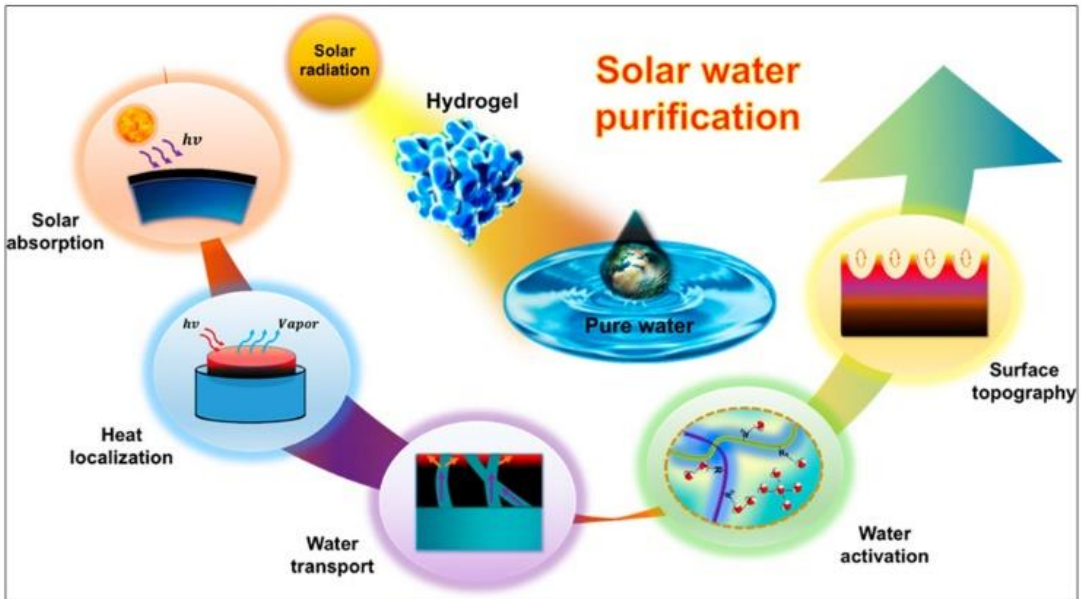
চন্দ্র ও সূর্য আমাদের জন্য উপকারী

সোমঃ পূষা চ চেততুর্বিশ্বাসাং সুক্ষিতীনাম্।

দেবত্রা রথ্যোর্হিতা ॥

সামবেদ ১৫৪

সরলার্থঃ চন্দ্র এবং সূর্য অথবা মন এবং আত্মা সকল উৎকৃষ্ট প্রজার উপকার করতে জানেন, তাঁরা বিদ্বানগণের রথে আরোহণকারী মানবের ন্যায় উন্নতির জন্য প্রচেষ্টাশীল গুরু-শিষ্য, মাতা-পিতা, মাতা-পিতা-পুত্র-কন্যা, পত্নী-যজমান, স্ত্রী-পুরুষ, শাস্য-শাসক প্রমুখের হিতকারী হয় ।
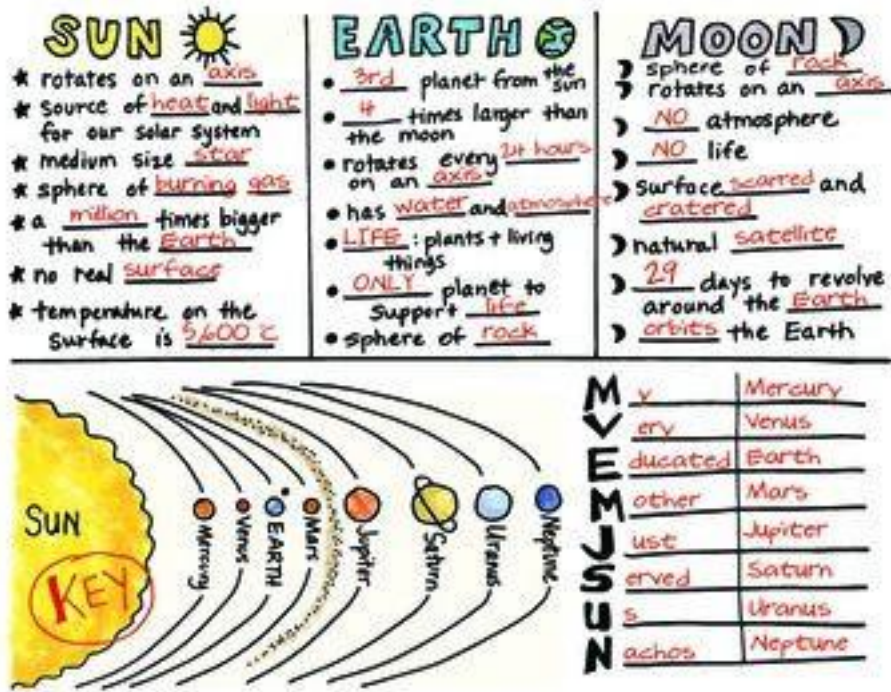
বিমানাদি বিদ্যার বর্ণনা

আ ত্বা রথং য়থোতয়ে সুম্নায় বর্তয়ামসি।

তুবিকূর্মিমৃতীষহমিন্দ্রং শবিষ্ঠ সৎপতিং ॥

সামবেদ ৩৫৪

সরলার্থঃ হে বলিষ্ঠ ! সাংসারিক দুঃখ, বিঘ্ন প্রভৃতি থেকে রক্ষার জন্য এবং ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক সুখের জন্য আমরা বহু কর্মের কর্তা, শত্রুসেনাদের পরাজয়কারী, সদাচারীদের পালনকর্তা, পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা অথবা রাজা তোমাকে নিজেদের অনুকূলে প্রবৃত্ত করি; যেমন শত্রুদের থেকে রক্ষার জন্য এবং যাত্রাসুখের জন্য অনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা অনেক ধন উপার্জনের সাধনভূত, বায়ু-বর্ষা প্রভৃতির আঘাত সহ্যকারী, উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠ যাত্রীদের পালনের সাধনভূত ভূযান, জলযান, বিমান প্রভৃতিকে মানুষ প্রবৃত্ত করে ।

যেমন ঝড়, বর্ষা প্রভৃতি থেকে বাঁচার জন্য এবং যাত্রাসুখের জন্য রথ পাওয়া যায়; তেমনি রোগ প্রভৃতি থেকে হওয়া দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, ন্যায়, বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা, শান্তিস্থাপনা প্রভৃতি দ্বারা যোগক্ষেমের সুখপ্রদানের জন্য রাজাকে তথা ত্রিবিধ তাপ থেকে ত্রাণ এবং মোক্ষ-সুখ প্রভৃতি লাভের জন্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা উচিত ।

যে তে পন্থা অধো দিবো য়েভির্ব্যশ্বমৈরয়ঃ।

উত শ্রোষন্তু নো ভুবঃ ॥

সামবেদ ১৭২

[আধ্যাত্মিক] সরলার্থঃ হে লোক-লোকান্তরের ব্যবস্থাপক পরমেশ্বর ! তোমার দ্বারা রচিত যে পথ দ্যুলোকের নিচে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে অবস্থিত রয়েছে, যেখানে ঘোড়াবিহীন গতিশীল পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি গ্রহ উপগ্রহকে তুমি চালনা করছ; সেই পথ সম্বন্ধে আমাদের ভূলোকবাসী প্রজাও শ্রবণ করুক এবং শ্রবণ করে জানুক ।

[আধিভৌতিক] সরলার্থঃ হে রাজা ! যে আপনার নির্ধারিত আকাশ পথ দ্যুলোকের নিচে অর্থাৎ ভূমি, সমুদ্র এবং অন্তরিক্ষে অবস্থিত, যে ঘোড়াবিহীন গতিশীল ভূযান, জলযান এবং বিমান ও কৃত্রিম উপগ্রহাদিকে আপনি চালনা করেন; সেই ভূমি, সমুদ্র ও আকাশের পথের বিষয়ে আমাদের জন্মধারী রাষ্ট্রবাসী প্রজাও বিজ্ঞদের মুখ থেকে শ্রবণ করুক এবং শ্রবণ করে ভূযান, জলযান, বিমান ইত্যাদির সৃষ্টিকারী এবং চালনাকারী বিদ্যাকে উত্তম প্রকারে জানুক ।

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে অন্তরিক্ষ পথের বর্ণনা এইভাবে দেয়া হয়েছে যে– "যে বিদ্বান লোকদের যাত্রার জন্য অনেক পথ দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোকের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে তা আমার জন্য সুলভ হোক, যাতে আমি তার মাধ্যমে যাত্রা করে বিদেশে গিয়ে দুধ-ঘৃত বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারি।" (অথর্ব০ ৩।১৫।২)

সমুদ্র এবং অন্তরিক্ষে গতিশীল যানবাহনের কথাও বেদের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন– "হে ব্রহ্মচর্য দ্বারা পরিপুষ্ট যুবক ! তোমার জন্য যে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল নৌকা অর্থাৎ নৌকার মতো আকৃতির জলযান এবং বিমান সমুদ্রে ও অন্তরিক্ষে চলে, তার দ্বারা যাত্রা করে তুমি সূর্যের পুত্রী ঊষার তুল্য ব্রহ্মচারিণী কন্যাকে বিবাহ দ্বারা প্রাপ্ত করার জন্য গমন করো।" (ঋক০ ৬।৫৮।৩)

ঘোড়াবিহীন চলিত বেগবান যানের বর্ণনা বেদের অন্য জায়গাতেও পাওয়া যায়। যথা– "একটি তিনচক্র বিশিষ্ট রথ আছে, যেটিতে না আছে ঘোড়া, না আছে লাগাম এবং যা অনেক প্রশংসনীয় ও আকাশে যেকোন স্থান পরিক্রমা করে।" (ঋক০ ৪।৩৬।১) ।

পরমেশ্বর অন্তরিক্ষ পথে সূর্যকে এবং ভূমণ্ডল, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ইত্যাদি গ্রহ উপগ্রহকে যেভাবে তাদের অক্ষে বা তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চালিত করেন; সেভাবেই রাষ্ট্রের কুশল রাজা ভূযান, জলযান, বিমান ইত্যাদিকে কুশল বিজ্ঞদের দ্বারা চালনা করেন। সেই বিষয়ক সকল বিদ্যা রাষ্ট্রবাসীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং প্রয়োগ করা উচিত ।

নদী সাগরের দিকেই পতিত হয়

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।

সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥

সামবেদ ১৩৭

সরলার্থঃ যেভাবে সমুদ্রকে প্রাপ্ত করার জন্য নদী নত হয় অর্থাৎ নিচের দিকে বয়ে যায়; সেভাবেই অন্যায়, পাপ প্রভৃতিকে সহ্য করে না যিনি, সেই পরমৈশ্বর্যবান পরাক্রমশালী পরমেশ্বরের তেজের জন্য অর্থাৎ সেই তেজ পাওয়ার জন্য সকল কৃষকরূপ মনোভূমিতে সদ্গুণরূপ বীজ বপনকারী মানবজাতি পরমেশ্বরের প্রতি নত হয়ে যায় ।

গোদুগ্ধ আমাদের জন্য উপকারী

আ ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা য়াচন্নহং জ্যা।

ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং ক ঈশানং ন য়াচিষৎ ॥

সামবেদ ৩০৭

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! গবাদি পশুসমূহ যেমন বহু প্রকারে সিদ্ধ যজ্ঞকে দুধ-ঘি প্রভৃতি দ্বারা পুষ্টকারী, তেমনই জীবনরূপ যজ্ঞের ভরণ-পোষণ কর্তা তথা মনকে শুদ্ধকারী তোমাকে শান্তরসের প্রবাহের সাথে জিহ্বা দ্বারা তোমাকে সর্বদা প্রার্থনাকারী আমি যেন ক্রুদ্ধ না করি। কে সেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে না?

সূর্যকিরণ ঔষধি বৃক্ষের বৃদ্ধিসাধন করে ও বাষ্পায়িত জলকে মেঘে পরিণত করে

অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ।

মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমাদধুঃ ॥

সামবেদ ৫৯৬

সরলার্থঃ এই সর্বব্যাপক প্রেরক পরমাত্মার বুদ্ধি ও কর্মের কৌশল দ্বারা অগ্রগামী সূর্য উষাকে চমকিত করে, জল বর্ষণকারী মেঘ ভূমিতলে অন্ন উৎপন্ন করার ইচ্ছেতে গর্জন করে, মেধাবীগণের তুল্য বিদ্যমান বায়ু নিজের গতি দ্বারা সুদীর্ঘ প্রদেশ সমূহকে অতিক্রম করে এবং মানবজাতির আলোক প্রদানকারী এবং পোষণকারী সূর্যকিরণ ঔষধি বৃক্ষসমূহে গর্ভ ধারণ করায় অথবা জলকে বাষ্প করে মেঘমণ্ডলরূপ গর্ভে ধারণ করায় ।

চন্দ্র সমুদ্রকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ জোয়ারভাটা

গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধনিব।

শুচিং চ বর্ণমধি গোষু ধারয় ॥

সামবেদ ৫৭৪

সরলার্থঃ হে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং যেমন চন্দ্র সমুদ্রকে বৃদ্ধি করে তেমনি মানুষের সমৃদ্ধিকারী পরমাত্মা, রাজা বা আচার্য ! হৃদয়ে প্রকাশিত, রাষ্ট্রে নির্বাচিত অথবা আমাদের তথা সমিৎপাণি শিষ্যদের দ্বারা বরণকৃত আপনি আমাদের জন্য গাভীসমূহ দ্বারা অথবা ভূমিসমূহ দ্বারা অথবা বেদবাণীসমূহ দ্বারা যুক্ত এবং ঘোড়াসমূহ অথবা প্রাণসমূহ দ্বারা যুক্ত ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত করান এবং রাষ্ট্র-ভূমিতে পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণকেও, অথবা বাণীসমূহে পবিত্র অক্ষর 'ওতম্' কেও ধারণ করান ।
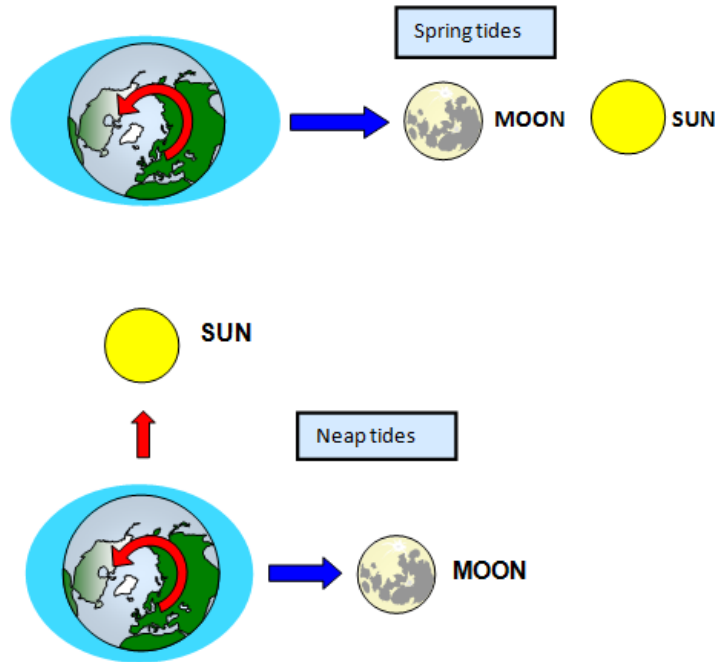
সূর্যের নিজ অক্ষে ও পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।

পিতরং চ প্রয়ন্তস্বঃ ॥

সামবেদ ৬৩০

পদার্থঃ প্রথম—সূর্য পক্ষে।

(অয়ম্) এই **(পৃশ্নিঃ গৌঃ)** রং-বেরঙের সূর্য **[‘পৃশ্নিঃ আদিত্যো ভবতি, প্রাশ্নুত এনং বর্ণ ইতি নৈরুক্তাঃ। সংস্পৃষ্টা রসান্, সংস্পৃষ্টা ভাসং জ্যোতিষাং, সংস্পৃষ্টো ভাসেতি বা। গৌঃ আদিত্যো ভবতি, গময়তি রসান্, গচ্ছত্যন্তরিক্ষে।’ নিরু০ ২।১৪] (আ অক্রমীৎ)** চারিদিকে অক্ষ-পরিভ্রমণ করছে। **(পুরঃ)** সামনে স্থিত **(মাতরম্)** আমাদের মাতৃভূমিকে **(অসদৎ)** কিরণ প্রাপ্ত করিয়ে **(চ)** এবং **(পিতরম্)** আমাদের পিতৃতুল্য **(স্বঃ)** অন্তরিক্ষকেও **(প্রয়ন্)** কিরণ প্রাপ্ত করিয়ে সূর্য নিজ অক্ষে অবস্থিত থাকে।

সরলার্থঃ এই রং-বেরঙের সূর্য চারিদিকে অক্ষ-পরিভ্রমণ করছে। সম্মুখে স্থিত আমাদের মাতৃভূমিকে কিরণ প্রাপ্ত করিয়ে এবং আমাদের পিতৃতুল্য অন্তরিক্ষকেও কিরণ প্রাপ্ত করিয়ে সূর্য নিজ অক্ষে অবস্থান করছে ।

পদার্থঃ দ্বিতীয়—পৃথিবী পক্ষে।

(অয়ম্) এই **(পৃশ্নিঃ)** রংবেরঙের **(গৌঃ)** গতিশীল পৃথিবী [**'ইয়ং পৃথিবী পৃশ্নিঃ' তৈত্তে০ ব্রা০ ১।৪।১।৫।; 'গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ম্। যদ্ দূরং গতা ভবতি, যচ্চাস্যাং ভূতানি গচ্ছন্তি।' নিরু০ ২।৫] (আ অক্রমীৎ**) নিজের চারিদিকে অক্ষ-পরিভ্রমণ করছে এবং (**পুরঃ**) পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে **(পিতরম্)** নিজের পিতা **(স্বঃ)** সূর্যের চারিদিকেও **['স্বঃ আদিত্যো ভবতি' নিরু০ ২।১৪] (প্রয়ন্)** গতিশীল হয়ে **(মাতরম্)** অন্তরিক্ষ রূপ মাতার কোলে **['মাতা অন্তরিক্ষম্, নির্মীয়ন্তেঽস্মিন্ ভূতানি' নিরু০ ২।৮] (অসদৎ)** স্থিত রয়েছে। পৃথিবীর এভাবে ভ্রমণও, সূর্যেরই মহত্ত্ব প্রকাশ করছে ।

সরলার্থঃ এই রংবেরঙের গতিশীল পৃথিবী নিজের চারদিকে অক্ষ-পরিভ্রমণ করছে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে নিজের পিতা সূর্যের চারিদিকে গতিশীল হয়ে অন্তরিক্ষ রূপ মাতার কোলে স্থিত রয়েছে ।

ধমনী ও শিরায় বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত পরিবহন

ত্বমেতদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ।

পরুষ্ণীষু রুশৎ পয়ঃ ॥

সামবেদ ৫৯৫

সরলার্থঃ হে জগতপতি পরমাত্মা! প্রাণীসমূহের দেহের সঞ্চালক তুমি তমোগুণভূত অর্থাৎ দূষিত রক্ত বহনকারী শিরা এবং লোহিত বর্ণের বিশুদ্ধ রক্ত বহনকারী ধমনী অঙ্গে অঙ্গে বিস্তৃত অথবা রক্তকে বহনকারী রক্তনাড়ি গুলোতে এই চকচকে লাল বর্ণের রক্তরূপ তরলকে নিহিত করেছ ।
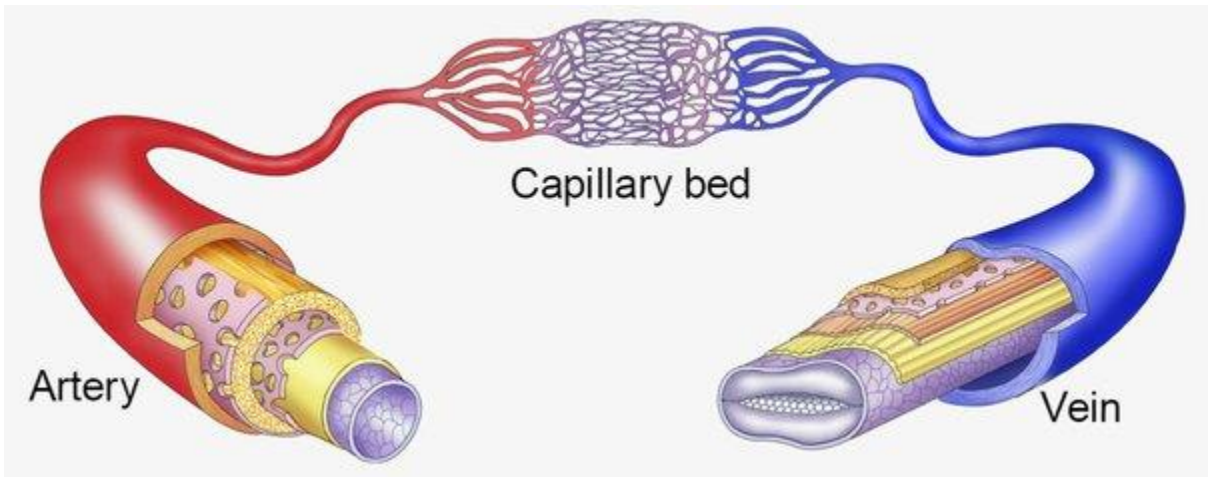
চর্মরোগের চিকিৎসার অনুপ্রেরণা প্রদান

অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত।

গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি ॥

সামবেদ ৫৭৫

সরলার্থঃ হে চিকিৎসার জন্য সোম প্রভৃতি ঔষধিসমূহের রস অভিষুতকারী বৈদ্যরাজ ! রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য-সম্পত্তি প্রদানকারী আপনাকে উদ্দেশ্য করে কৃতজ্ঞদের বাণীসমূহ আপনার স্তুতি করছে, অর্থাৎ আপনার আয়ুর্বেদের জ্ঞানের প্রশংসা করছে—ইহা রোগীদের উক্তি।

পরবর্তীতে বৈদ্য বলেন—হে চর্মরোগগ্রস্ত রোগী ! গাভী হতে প্রাপ্ত দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা আমরা তোমার, তোমার ত্বকের স্বাভাবিক রঙকে পুনরায় তোমাতে স্থাপন করি, অর্থাৎ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের কারণ তোমার ত্বকের বিকৃত হওয়া রূপকে দূরকরে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ এনে দিই ।

সূর্যগ্রহণ ও পবিত্র বেদ

যত্ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।

অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ॥

ঋগ্বেদ ৫।৪০।৫

অর্থঃ হে (সূর্য) সূর্য ! (যৎ) যে (ত্বা) তোমার (স্বর্ভানুঃ) প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত [কিন্তু] (আসুরঃ) স্বয়ং প্রকাশহীন অর্থাৎ অন্যের দ্বারা প্রকাশিত চন্দ্র (তমসা) অন্ধকারময় ভাগ দ্বারা [তোমায়] (অবি-ধ্যৎ) বেধ করে অর্থাৎ আবৃত করে, তখন (ভুব-নানি) অন্য সমস্ত লোকও অর্থাৎ নক্ষত্রাদিও (অদীধয়ুঃ) এরূপ চমকিত হতে দেখা যায়, (যথা) যার ফলে (অক্ষেত্রবিৎ) অক্ষেত্রবিদ অর্থাৎ রেখাগণিত বা জ্যামিতি জ্ঞান অজ্ঞ পুরুষ (মুগ্ধঃ) আশ্চর্য হয়ে যায়।

ভাবার্থ– চাঁদের নিজের আলো নেই, এটি সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। কিন্তু যখন এই চাঁদ পরিভ্রমণরত অবস্থায় পৃথিবীর সাপেক্ষে সেই সূর্যের সাথে একই রেখায় অবস্থান করে, তখন পৃথিবী হতে দেখা যায় চাঁদ তার অন্ধকার পৃষ্ঠ দ্বারা পুরো সূর্যকেই আবৃত করে ফেলছে। সেই সময়ে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। ফলে তখন পৃথিবী থেকে অসময়ে অন্যান্য নক্ষত্র, যাদের আমরা তারা বলি, সেগুলোও দৃশ্যমান হয়ে যায়। যারা জ্যোতির্বিদ্যা জ্ঞানশূন্য তারা এরূপ সূর্যগ্রহণের

মূল কারণ জানতে না পেরে আশ্চর্য হয়ে যায়। অথচ সূর্যগ্রহণ হয় মূলত সেই সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদেরই কারণে, যা এই মন্ত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

রেচনতন্ত্র
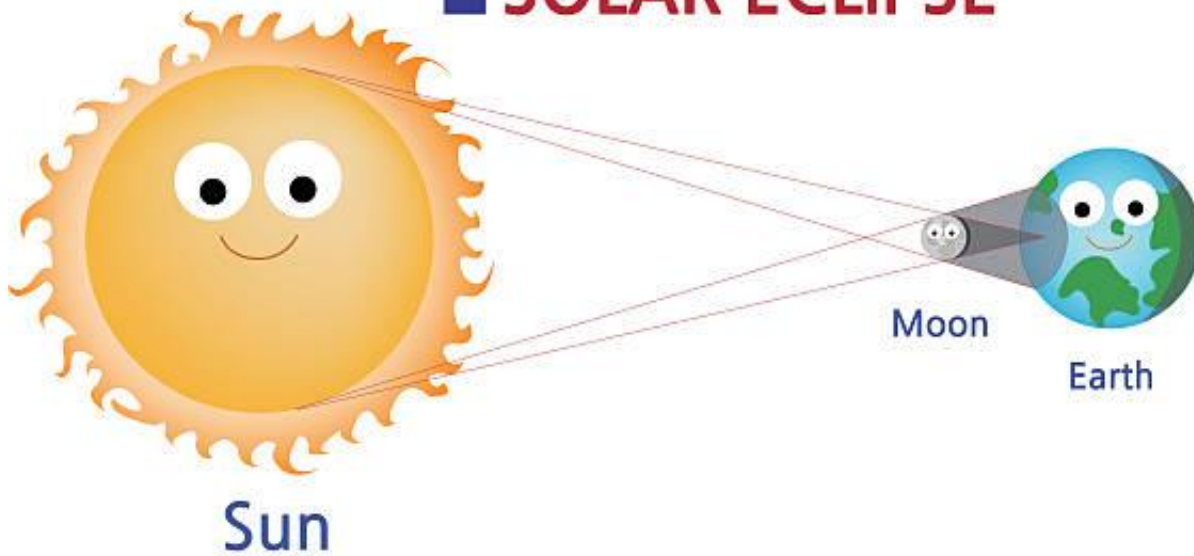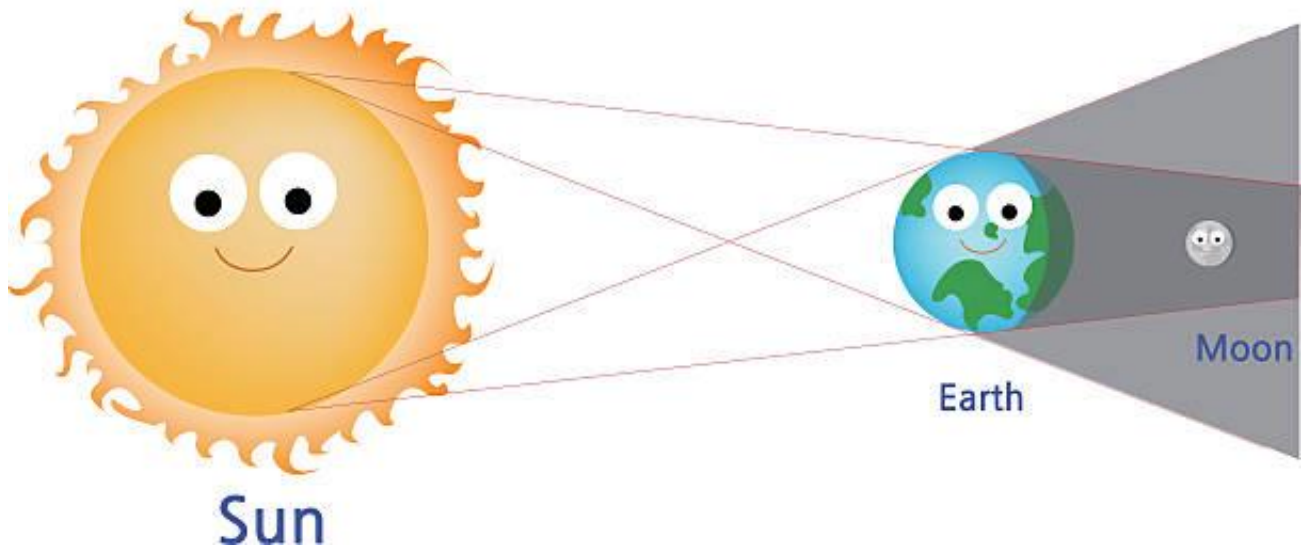
অসংদন্গাবঃ সদনেপংপদ্বসতিং বয়ঃ ।

আস্থানে পর্বতা অস্থুঃ স্থাম্নি বৃক্কাবতির্ষ্ঠিপম্।।

অথর্ববেদ ৭।৯৬।১

প

অর্থঃ (গাবঃ) গোসমূহ (সদনে) গোশালাতে (অসদন্) ফিরে গিয়েছে , (বয়:) পক্ষী (বসতিম্) নিজ নিবাস-স্থান [বৃক্ষ]এ (অপতৎ) উড়ে ফিরে এসেছে , (পর্বতা:) পর্বত (আস্থানে) স্বস্থানে (অস্থুঃ) স্থিত রয়েছে , (স্থাম্নি) যথাস্থানে (বৃক্কো~ বৃজী বর্জনে) দুটি বর্জনকর্মী বৃক্ককেই [আধ্যাত্মিকরূপে কাম-ক্রোধাদি বর্জনীয় ব্যসনকে] (অতির্ষ্ঠিপম্) আমি তথা চিকিৎসক [আধ্যাত্মিকভাবেঃ পরমেশ্বর] যথাস্থানে [আধ্যাত্মিকভাবে চিত্তের বাহিরে] স্থাপিত করে দিয়েছি ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত